অষ্টাদশ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণ বালকের দ্বারা অভিশপ্ত

শ্লোক ১

সূত উবাচ

যো বৈ দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টো ন মাতুরুদরে মৃতঃ ।
অনুগ্রহাদ্ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্মণঃ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **যঃ**—যিনি; **বৈ**—অবশ্যই; **দ্রৌণ্যস্ত্র**—দ্রোণাচার্যের পুত্রের অস্ত্র কর্তৃক; **বিপ্লুষ্টঃ**—দগ্ধ; **ন**—না; **মাতুঃ**—মাতার; **উদরে**—গর্ভে; **মৃতঃ**—মৃত্যুঃ; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার দ্বারা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **অদ্ভুত-কর্মণঃ**—অদ্ভুতকর্মা।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে, দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুতকর্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হননি।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের অদ্ভুত শাসন ব্যবস্থার কথা শুনে, বিশেষ করে কলিকে দণ্ডদান এবং তাঁর রাজ্যে কোন রকম অনিষ্ট সাধন করা থেকে নিরস্ত করার কথা শুনে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। সূত গোস্বামীও মহারাজ পরীক্ষিতের অদ্ভুত জন্ম এবং কর্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, তাই সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যের ঋষিদের উৎসাহ বর্ধনের জন্য এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ২

ব্রহ্মকোপোত্থিতাদ্ যস্তু তক্ষকাৎপ্রাণবিপ্লবাৎ ।
ন সম্মুমোহোরুভয়াদ্ ভগবত্যর্পিতাশয়ঃ ॥ ২ ॥

ব্রহ্ম-কোপ—ব্রাহ্মণের ক্রোধ; **উত্থিতাৎ**—উৎপন্ন; **যঃ**—যা ছিল; **তু**—কিন্তু; **তক্ষকাৎ**—তক্ষক সর্প দ্বারা; **প্রাণবিপ্লবাৎ**—প্রাণনাশ থেকে; **ন**—কখনই না; **সম্মুমোহ**—অভিভূত হয়েছিলেন; **উরু-ভয়াৎ**—মহাভয়; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **অর্পিত**—শরণাগত; **আশয়ঃ**—চেতনা।

অনুবাদ

অধিকন্তু, মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্বদা জ্ঞাতসারে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত ছিলেন, এবং তাই তিনি ব্রাহ্মণের অভিশাপে তক্ষক দংশনে প্রাণ সঙ্কট হলেও সেই ভয়ে বিচলিত হননি।

তাৎপর্য

ভগবানে শরণাগত ভক্তকে বলা হয় নারায়ণপরায়ণ। সেই প্রকার ব্যক্তি কোন স্থান অথবা কোন ব্যক্তির ভয়ে ভীত হন না, এমন কি তিনি মৃত্যুভয়েও ভীত হন না। তাঁর কাছে পরমেশ্বর ভগবানের থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই, এবং তাই তাঁর কাছে স্বর্গ এবং নরক সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ভালমতোই জানেন যে, স্বর্গ এবং নরক উভয়ই ভগবানের সৃষ্টি এবং তেমনই জীবন এবং মৃত্যু ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। কিন্তু সমস্ত অবস্থায় এবং পরিস্থিতিতে নারায়ণকে স্মরণ করা অনিবার্য। নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তি সব সময় এই অভ্যাস করেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন এমনই একজন শুদ্ধ ভক্ত। কলির দ্বারা প্রভাবিত এক অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বালকের দ্বারা তিনি অন্যায়ভাবে অভিশপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পরীক্ষিৎ মহারাজ সেই অভিশাপকে নারায়ণের আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, নারায়ণ (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁকে তাঁর মাতৃ জঠরে ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং এখন যদি তক্ষকের দংশনে তাঁর মৃত্যু হয়, তা হলে সেটিও ভগবানেরই ইচ্ছা। ভক্ত কখনও ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করেন না; তাঁর কাছে সব কিছুই ছিল ভগবানের আশীর্বাদ। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ এই ঘটনায় ভীত বা বিচলিত হননি। সেইটি ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ।

শ্লোক ৩

উৎসৃজ্য সর্বতঃ সঙ্গং বিজ্ঞাতাজিতসংস্থিতিঃ ।
বৈয়াসকের্জহৌ শিষ্যো গঙ্গায়াং স্বং কলেবরম্ ॥ ৩ ॥

উৎসৃজ্য—পরিত্যাগ করে; **সর্বতঃ**—সর্ব প্রকার; **সঙ্গম্**—আসক্তি; **বিজ্ঞাত**—বিশেষরূপে জেনে; **অজিত**—যাঁকে কখনও জয় করা যায় না (পরমেশ্বর ভগবান); **সংস্থিতিঃ**—প্রকৃত অবস্থা; **বৈয়াসকেঃ**—ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেবের; **জহৌ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গার তীরে; **স্বম্**—স্বীয়; **কলেবর**—জড় দেহ।

অনুবাদ

তারপর, সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামীর শরণাগত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন এবং ভগবানের তত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে অবগত হয়ে গঙ্গার তীরে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে 'অজিত' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'অজিত' নামে পরিচিত, কেননা কেউ কখনও তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। কেউই তাঁর প্রকৃত স্থিতি জানতে পারে না। তিনি জ্ঞানের দ্বারাও অপরাজেয়। আমরা শুনেছি যে, তাঁর নিত্য ধাম হচ্ছে গোলোক বৃন্দাবন, কিন্তু বহু পণ্ডিত বিভিন্নভাবে তাঁর সেই ধামের ব্যাখ্যা করেন। তবে শুকদেব গোস্বামীর মতো গুরুদেবের কৃপায় মহারাজ পরীক্ষিতের মতো বিনীতভাবে আত্ম-নিবেদন করার ফলে ভগবান, তাঁর নিত্য ধাম, তাঁর অপ্রাকৃত পরিকর ইত্যাদির সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানা যায়।

ভগবানের পরম পদ এবং যে অপ্রাকৃত উপায়ের দ্বারা তাঁর সেই দিব্য ধামে যাওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সেটি হচ্ছে তাঁর চরম গন্তব্যস্থল। তা জানার ফলেই তিনি সমস্ত জড় বিষয়, এমন কি তাঁর নিজের দেহের প্রতিও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অনায়াসে সব কিছু পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে* অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের উৎকৃষ্ট গুণাবলী দর্শন করার ফলে মানুষ জড় জগতের সমস্ত আসক্তি বর্জন করতে সক্ষম হয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা* থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির গুণ জড়া প্রকৃতির গুণের থেকে উৎকৃষ্ট, এবং শুকদেব গোস্বামীর

মতো সদ্‌গুরুর কৃপায় ভগবানের সেই উৎকৃষ্ট প্রকৃতি—যার থেকে তাঁর দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর এবং বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়, সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায়।

ভগবানের সেই উৎকৃষ্ট বা নিত্য প্রকৃতি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে জড়া প্রকৃতি পরিত্যাগ করা কখনোই সম্ভব হয় না, যদিও পরম তত্ত্বের সেই প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করা যেতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাত্মার কৃপা লাভ করতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলেই তিনি অজিত ভগবানের প্রকৃত স্থিতি অবগত হতে পেরেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান বেদেরও দুর্লভ, কিন্তু শুকদেব গোস্বামীর মতো নিত্য মুক্ত ভক্তের কৃপায় অনায়াসে তাঁকে জানা যায়।

শ্লোক ৪

নোত্তমশ্লোকবার্তানাং জুষতাং তৎকথামৃতম্ ।
স্যাৎসম্ভ্রমোঽন্তকালেঽপি স্মরতাং তৎপদাম্বুজম্ ॥ ৪ ॥

ন—কখনোই না; **উত্তম-শ্লোক**—ভগবান; যাঁর মহিমা বৈদিক শ্লোকে গীত হয়; **বার্তানাম্**—বার্তা; **জুষতাম্**—যারা রত থাকেন; **তৎ**—তাঁর; **কথা-অমৃতম্**—তাঁর সম্বন্ধীয় অপ্রাকৃত বিষয়; **স্যাৎ**—হয়; **সম্ভ্রমঃ**—ভুল ধারণা; **অন্তকালে**—অন্তিম সময়ে; **অপি**—ও; **স্মরতাম্**—স্মরণ করে; **তৎ**—তাঁর; **পদাম্বুজম্**—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

তাঁর এরকম হওয়া বিচিত্র নয়, কেননা যাঁরা উত্তমশ্লোক ভগবানের বার্তাতেই অবিরত রত থাকেন, যাঁরা নিরন্তর ভগবানের কথারূপ সেই অমৃত পান করেন এবং তাঁর চরণ-কমল স্মরণ করেন, জীবনের অন্তিম সময়েও তাঁদের বুদ্ধি-বিভ্রম হয় না।

তাৎপর্য

জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি হচ্ছে অন্তিম সময়ে ভগবানের দিব্য প্রকৃতি স্মরণ করা। জীবনের এই সিদ্ধি তিনিই লাভ করেন, যিনি শুকদেব গোস্বামীর মতো গুরুপরম্পরা ধারায় স্থিত মুক্ত পুরুষের কাছ থেকে বৈদিক শ্লোকের মাধ্যমে ভগবানের দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেছেন। মনোধর্মী জ্ঞানীদের কাছ থেকে বৈদিক শ্লোক

শুনলে কোন লাভ হয় না। তা যখন তত্ত্বদ্রষ্টা মহাপুরুষের কাছ থেকে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবার মাধ্যমে যথাযথভাবে শ্রবণ করা হয়, তখন সব কিছুই স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়ে যায়।

এইভাবে বিনীত শিষ্য তাঁর জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত দিব্য জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। এই বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করার ফলে জীবনের অন্তিম সময়েও, যখন শরীর জর্জরিত হয়ে যাওয়ার ফলে স্মৃতিশক্তি শিথিল হয়ে যায়, তখনও ভগবানকে স্মরণ করা সম্ভব হয়। মৃত্যুর সময় সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন কিছু মনে রাখা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ভগবানের কৃপায় এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত গুরুদেবের কৃপায় অনায়াসে সেই সৌভাগ্য অর্জন করা যায়। পরীক্ষিৎ মহারাজের বেলায় তা হয়েছিল।

শ্লোক ৫

তাবৎকলির্ন প্রভবেৎ প্রবিষ্টোঽপীহ সর্বতঃ ।
যাবদীশো মহানুর্ব্যামাভিমন্যব একরাট্ ॥ ৫ ॥

তাবৎ—তখন পর্যন্ত; **কলিঃ**—মূর্তিমান কলি; **ন**—পারেনি; **প্রভবেৎ**—প্রভাব বিস্তার করতে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **অপি**—যদিও; **ইহ**—এখানে; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **ঈশঃ**—ভগবান; **মহান্**—মহান্; **উর্ব্যাম্**—শক্তিশালী; **অভিমন্যব**—অভিমন্যু-পুত্র; **একরাট্**—একচ্ছত্র সম্রাট।

অনুবাদ

অভিমন্যুনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ যতদিন এই পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, ততদিন কলি এই পৃথিবীর সর্বত্র প্রবিষ্ট হলেও তার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি।

তাৎপর্য

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, কলি বহু পূর্বেই এই পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিল, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে তার প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ খুঁজছিল। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের উপস্থিতির ফলে সে তা করতে পারেনি। এইটি সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার লক্ষণ। কলির মতো উপদ্রবকারী ব্যক্তিরা সব সময় তাদের জঘন্য কার্যকলাপ বিস্তার করার চেষ্টা করবে, কিন্তু উপযুক্ত রাষ্ট্রনেতাদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে তাদের নিরস্ত করা।

মহারাজ পরীক্ষিৎ যদিও কলির জন্য কতকগুলি বিশেষ স্থান নির্দেশ করেছিলেন তথাপি সেই সময়ে তিনি তাঁর প্রজাদের কলির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কোন সুযোগের অবকাশ রাখেননি।

শ্লোক ৬

যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব ভগবানুৎসসর্জ গাম্ ।
তদৈবেহানুবৃত্তোঽসাবধর্মপ্রভবঃ কলিঃ ॥ ৬ ॥

যস্মিন্—যেই; **অহনি**—দিনে; **যর্হ্যেব**—ঠিক সেই সময়; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **উৎসসর্জ**—ত্যাগ করেছিলেন; **গাম্**—পৃথিবী; **তদা**—তখন; **এব**—অবশ্যই; **ইহ**—এই পৃথিবীতে; **অনুবৃত্তঃ**—অনুপ্রবেশ করেছিল; **অসৌ**—সে; **অধর্ম**—অধর্ম; **প্রভবঃ**—প্রভাব বিস্তারকারী; **কলিঃ**—মূর্তিমান কলহ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেদিন যে মুহূর্তে এই ধরাধাম পরিত্যাগ করেছিলেন, অধর্মের আশ্রয় কলি সেই দিন সেই মুহূর্তেই এখানে প্রবেশ করেছিল।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর দিব্য নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি সবই অভিন্ন। পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতির ফলে কলি এই পৃথিবীতে প্রবেশ করতে পারেনি। তেমনি যদি নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম, যশ, গুণ ইত্যাদি কীর্তন হয়, তা হলে কলির প্রবেশ করার কোন সুযোগ থাকে না। এই পৃথিবী থেকে কলিকে দূর করে দেওয়ার এটিই হচ্ছে উপায়।

আধুনিক মানব সমাজে জড় বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে, এবং তারা বায়ুমণ্ডলে শব্দের বিস্তারের জন্য বেতারযন্ত্র আবিষ্কার করেছে। এখন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কতকগুলি অর্থহীন শব্দ তরঙ্গায়িত না করে রাষ্ট্রনেতারা যদি *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভিত্তিতে ভগবানের দিব্য নাম, যশ এবং লীলার অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ বিতরণ করেন, তা হলে এক অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হবে।

এইভাবে অন্যায় এবং অসদ্ আচরণ নির্মূল করতে আগ্রহী রাষ্ট্রনেতারা অনায়াসে কৃতকার্য হতে পারবেন। ভগবানের সেবায় ব্যবহৃত হলে কোন কিছুই আর খারাপ থাকে না।

শ্লোক ৭

নানুদ্বেষ্টি কলিং সম্রাট্ সারঙ্গ ইব সারভুক্ ।
কুশলান্যাশু সিদ্ধ্যন্তি নেতরাণি কৃতানি যৎ ॥ ৭ ॥

ন—কখনোই না; **অনুদ্বেষ্টি**—ঈর্ষাপরায়ণ; **কলিম্**—কলিকে; **সম্রাট্**—সম্রাট; **সারম্-গ ইব**—ভ্রমরের মতো; **সারভুক্**—সারগ্রাহী; **কুশলানি**—শুভ বস্তুসমূহ; **আশু**—অচিরেই; **সিদ্ধ্যন্তি**—সফল হয়; **ন**—কখনোই না; **ইতরাণি**—অশুভ; **কৃতানি**—অনুষ্ঠিত হলে; **যৎ**—যতখানি।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন মধুকরের মতো সারগ্রাহী। তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে, এই কলিযুগে শুভ কর্ম সম্পাদন করার ইচ্ছামাত্রই তার ফল পাওয়া যায়, কিন্তু অশুভ কর্মসমূহের ক্ষেত্রে সেরূপ হয় না, সেগুলি অনুষ্ঠিত হলেই ফল দান করে। তাই তিনি কলিযুগের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন না।

তাৎপর্য

কলিযুগকে বলা হয় অধঃপতিত যুগ। এই অধঃপতিত যুগে সমস্ত জীবেরা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত বলে পরমেশ্বর ভগবান তাদের কিছু বিশেষ সুবিধা প্রদান করেছেন। তাই ভগবানের কৃপায়, পাপ কর্মের অনুষ্ঠান না করা পর্যন্ত জীবকে পাপের ফল ভোগ করতে হয় না। অন্যান্য যুগে পাপ কর্মের কথা চিন্তা করার ফলেই কেবল জীবকে সেই কর্মের ফল ভোগ করতে হত।

পক্ষান্তরে, এই যুগে পুণ্য কর্মের কথা চিন্তা করলেই কেবল তার ফল লাভ করা যায়। ভগবানের কৃপায় মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ রাজা, তাই তিনি কলির প্রতি অনর্থক বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না, কেননা তিনি তাকে কোন পাপ কর্ম করার সুযোগ দিতে চাননি। তিনি তাঁর প্রজাদের কলিযুগের পাপময় প্রভাব থেকে রক্ষা করেছিলেন, আবার সেই সঙ্গে তিনি কলিকে সমস্ত সুযোগ দিয়েছিলেন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্থানে থাকবার অনুমতি দিয়ে।

শ্রীমদ্ভাগবতের শেষে বলা হয়েছে যে, কলিযুগ যদিও একটি পাপের সমুদ্র কিন্তু এই যুগে একটি মহান্ গুণ রয়েছে। তা হচ্ছে কেবলমাত্র ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে জীব অনায়াসে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানের দিব্য নাম প্রচারের এক সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা করেছিলেন, এবং কলির কবল থেকে তাঁর প্রজাদের রক্ষা করেছিলেন।

এই বিশেষ সুবিধাটির জন্যই কেবল মহর্ষিরা কখনো কখনো কলিযুগের শুভ কামনা করেন। বেদেও বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের কথা আলোচনার ফলে কলিযুগের সমস্ত অসুবিধা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেও বলা হয়েছে যে, *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করার ফলে পরমেশ্বর ভগবান হৃদয়ে বন্দী হয়ে যান। এইগুলি কলিযুগের কয়েকটি বিশেষ গুণ, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন এবং একজন প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়ার ফলে তিনি কলির কোন অমঙ্গল কামনা করেননি।

শ্লোক ৮

কিং নু বালেষু শূরেণ কলিনা ধীরভীরুণা ।
অপ্রমত্তঃ প্রমত্তেষু যো বৃকো নৃষু বর্ততে ॥ ৮ ॥

কিম্—কি; **নু**—হতে পারে; **বালেষু**—অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে; **শূরেণ**—শক্তিশালী; **কলিনা**—কলির দ্বারা; **ধীর**—আত্মসংযত; **ভীরুণা**—ভয়ভীত ব্যক্তির দ্বারা; **অপ্রমত্তঃ**—সতর্ক; **প্রমত্তেষু**—প্রমত্তদের মধ্যে; **যঃ**—যিনি; **বৃকঃ**—ব্যাঘ্র; **নৃষু**—মানুষদের মধ্যে; **বর্ততে**—বিরাজমান।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বিবেচনা করেছিলেন যে, নির্বোধ মানুষেরাই কেবল কলিকে অত্যন্ত শক্তিশালী বলে মনে করবে, কিন্তু যারা আত্মসংযত তাদের কলি থেকে কোন ভয় থাকবে না। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন সিংহের মতো পরাক্রমশালী এবং তিনি মূর্খ এবং অসতর্ক ব্যক্তিদের রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তারা অসাবধান এবং বুদ্ধিহীন। যথার্থ বুদ্ধিমান না হলে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হওয়া যায় না। যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তারা কলির কার্যকলাপের শিকার হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা মহারাজ পরীক্ষিতের দ্বারা প্রদর্শিত কার্য পদ্ধতি স্বীকার করি, ততক্ষণ সমাজে সুস্থ পরিস্থিতির সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না, অর্থাৎ জনসাধারণের কাছে ভগবদ্ভক্তির প্রচার সম্ভব হবে না।

শ্লোক ৯

উপবর্ণিতমেতদ্বঃ পুণ্যং পারীক্ষিতং ময়া ।
বাসুদেবকথোপেতমাখ্যানং যদপৃচ্ছত ॥ ৯ ॥

উপবর্ণিতম্—প্রায় সব কিছুই বর্ণিত হয়েছে; **এতৎ**—এই সমস্ত; **বঃ**—আপনাকে; **পুণ্যম্**—পুণ্য; **পারীক্ষিতম্**—পরীক্ষিৎ মহারাজ সম্বন্ধে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **বাসুদেব**—শ্রীকৃষ্ণের; **কথা**—বর্ণনা; **উপেতম্**—সেই প্রসঙ্গে; **আখ্যানম্**—উক্তি; **যৎ**—যাঁর; **অপৃচ্ছত**—আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন।

অনুবাদ

হে ঋষিবৃন্দ, আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই অনুসারে আমি আপনাদের মহারাজ পরীক্ষিতের পবিত্র ইতিহাসের প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা বর্ণনা করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের ইতিহাস। ভগবানের কার্যকলাপ তাঁর ভক্তদের নিয়েই সম্পন্ন হয়। তাই ভক্তের ইতিহাস এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের ইতিহাস ভিন্ন নয়। ভগবদ্ভক্ত মনে করেন যে, ভগবানের কার্যকলাপ এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কার্যকলাপ সমপর্যায়ভুক্ত, কেননা তা অপ্রাকৃত।

শ্লোক ১০

যা যাঃ কথা ভগবতঃ কথনীয়োরুকর্মণঃ ।
গুণকর্মাশ্রয়াঃ পুম্ভিঃ সংসেব্যাস্তা বুভূষুভিঃ ॥ ১০ ॥

যাঃ যাঃ—যা কিছু; **কথা**—বিষয়; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে; **কথনীয়**—আমার বলার ছিল; **উরুকর্মণঃ**—যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত অদ্ভুত; **গুণ**—দিব্য গুণ; **কর্ম**—অসাধারণ কার্যকলাপ; **আশ্রয়াঃ**—সম্বন্ধীয়; **পুম্ভিঃ**—ব্যক্তিদের দ্বারা; **সংসেব্যা**—শ্রবণ করা উচিত; **তাঃ**—সেই সমস্ত; **বুভূষুভিঃ**—যাঁরা তাঁদের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করেন।

অনুবাদ

যাঁরা তাঁদের জীবনের পূর্ণ সিদ্ধি অভিলাষী, তাঁদের অবশ্যই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে অদ্ভুতকর্মা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত গুণ এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ, গুণ এবং নাম যথাযথভাবে শ্রবণ করলে নিত্য জীবনের প্রতি অগ্রসর হওয়া যায়। যথাযথভাবে শ্রবণ করার অর্থ হচ্ছে ধীরে ধীরে তাঁকে বাস্তব সত্য বলে জানা, এবং তার ফলে শাশ্বত জীবন লাভ করা যায়, এ কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার মহিমান্বিত অপ্রাকৃত কার্যকলাপের শ্রবণ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ ভবরোগ নিরাময়ের ঔষধ। এই প্রকার জীবনের সিদ্ধ অবস্থার পরিণতি মানব জীবনের চরম লক্ষ্য এবং দিব্য আনন্দ উপলব্ধির প্রকৃত পন্থা।

শ্লোক ১১

ঋষয় ঊচুঃ

সূত জীব সমাঃ সৌম্য শাশ্বতীর্বিশদং যশঃ ।
যস্ত্বং শংসসি কৃষ্ণস্য মর্ত্যানামমৃতং হি নঃ ॥ ১১ ॥

ঋষয়ঃ ঊচুঃ—ঋষিরা বললেন; **সূত**—হে সূত গোস্বামী; **জীব**—আমরা তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করি; **সমাঃ**—বহু বৎসর; **সৌম্য**—গম্ভীর; **শাশ্বতীঃ**—নিত্য; **বিশদম্**—বিশেষভাবে; **যশঃ**—যশ; **যঃ-ত্বম্**—যেহেতু আপনি; **শংসসি**—সুন্দরভাবে বলছেন; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **মর্ত্যানাম্**—মর্ত্যলোকের জীব; **অমৃতম্**—নিত্য জীবন; **হি**—অবশ্যই; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

ঋষিরা বললেন—হে সৌম্য সূত গোস্বামী! আপনি দীর্ঘায়ু হন এবং অনন্ত যশ লাভ করুন, কেননা আপনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আমাদের মতো মরণশীল জীবেদের কাছে তা ঠিক অমৃতের মতো।

তাৎপর্য

আমরা যখন পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য গুণাবলী এবং কার্যকলাপের কথা শুনি, তখন আমরা সব সময় মনে রাখতে পারি ভগবান স্বয়ং *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) কি বলেছেন। যখন তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো তাঁর লীলাবিলাস করেন, তখনও তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ দিব্য, কারণ তা সম্পাদিত হয় তাঁর পরা শক্তির মাধ্যমে, যা জড়া প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* তাঁর সেই সমস্ত কার্যকলাপকে 'দিব্যম্' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একজন সাধারণ জীবের মতো জন্মগ্রহণ করেন না, অথবা কার্যকলাপ করেন না। তাঁর দেহও সাধারণ জীবের মতো জড় অথবা পরিবর্তনশীল নয়।

যিনি এই তত্ত্ব ভগবানের কাছ থেকে অথবা কোন প্রামাণিক সূত্র থেকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার পর তাঁকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না। সেই প্রকার জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত আত্মা ভগবানের দিব্য ধামে প্রবেশ করেন এবং ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত* আদি প্রামাণিক শাস্ত্র গ্রন্থে বর্ণিত ভগবানের দিব্য কার্যকলাপ আমরা যতই শ্রবণ করি, ততই আমরা তাঁর পরা প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে পারি এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হতে পারি।

শ্লোক ১২

কর্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্ ।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥ ১২ ॥

কর্মণি—কর্মের অনুষ্ঠান; **অস্মিন্**—এই; **অনাশ্বাসে**—নিশ্চিতভাবে নয়; **ধূম**—ধোঁয়া; **ধূম্র-অত্মানাম্**—কলুষিত দেহ এবং শরীর; **ভবান্**—আপনি; **আপায়য়তি**—অত্যন্ত সন্তুষ্টিজনক; **গোবিন্দ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পাদ**—পা; **পদ্ম-আসবম্**—পদ্মফুলের অমৃত; **মধু**—মধু।

অনুবাদ

আমরা যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছি, সেই অনুষ্ঠানে ভুলত্রুটিজনিত বহুবিধ বিঘ্নের সম্ভাবনা, তাই আমরা জানি না নিশ্চিতভাবে তার ফল লাভ করা যাবে কি না।

ধূমের দ্বারা বিবর্ণ আমাদের দেহকে আপনি শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দের অমৃত পান করিয়েছেন।

তাৎপর্য

নৈমিষারণ্যের ঋষিরা যে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন তা অবশ্যই ধূম এবং সংশয়ে পূর্ণ ছিল, কেননা তাতে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। তাই প্রথম ত্রুটিটি হচ্ছে যে, এই কলিযুগে যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মতো সুদক্ষ ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত অভাব। এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যদি একটিও ভুল হয়, তা হলে সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। অতএব এই প্রকার যজ্ঞেরও কোন নিশ্চয়তা নেই। ধানের ক্ষেতে ভালভাবে লাঙল দিয়ে জমি তৈরি করলেও ফসল নির্ভর করে বৃষ্টির উপর, এবং তাই তার ফল অনিশ্চিত। তেমনই, এই কলিযুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলও অনিশ্চিত। কলিযুগে কিছু অসৎ এবং লোভী ব্রাহ্মণেরা অবোধ মানুষদের প্রতারণা করার জন্য এই সব অনিশ্চিত এবং লোক-দেখানো যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। এই কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তন ছাড়া অন্য কোন যজ্ঞই ফলপ্রসূ নয়—এই শাস্ত্রীয় নির্দেশ তারা প্রকাশ করে না।

সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিদের কাছে ভগবানের দিব্য লীলাবিলাসের কথা বর্ণনা করছিলেন, এবং তাঁরা বাস্তবিকভাবে সেই অপ্রাকৃত কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করার ফল অনুভব করতে পারছিলেন। খাদ্য আহার করার ফল যেমন খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করা যায়, তেমনই ভগবানের কথা শ্রবণ করার সুফল তৎক্ষণাৎ অনুভব করা যায়। পারমার্থিক উপলব্ধি এইভাবেই ক্রিয়া করে।

নৈমিষারণ্যের ঋষিরা যজ্ঞাগ্নির ধূমের প্রভাবে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করছিলেন এবং সেই যজ্ঞের ফল সম্বন্ধেও তাঁদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু সূত গোস্বামীর মতো একজন তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীবিষ্ণু শিবকে বলেছেন যে, এই কলিযুগে মানুষ বিভিন্ন প্রকার উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হওয়ার ফলে সকাম কর্ম এবং মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানে অনর্থক প্রয়াস করবে, কিন্তু তারা যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হবে, তখন তার ফল নিশ্চিত এবং অবশ্যম্ভাবী, এবং সেই পন্থা অনুসরণে কোন শক্তির অপচয় হয় না। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত যথার্থ উপলব্ধির পারমার্থিক প্রয়াস অথবা জড়জাগতিক কোন প্রকার লাভের প্রয়াস কখনোই সফল হতে পারে না।

শ্লোক ১৩

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ১৩ ॥

তুলয়াম—সমতুল্য; **লবেন**—অতি অল্পকাল; **অপি**—ও; **ন**—না; **স্বর্গম্**—স্বর্গলোক; **ন**—না; **অপুনর্ভবম্**—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি; **ভগবৎ-সঙ্গি**—ভগবানের ভক্ত; **সঙ্গস্য**—সঙ্গ করার; **মর্ত্যানাম্**—মরণশীল; **কিম্**—কি আছে; **উত**—বলার; **আশিষঃ**—পার্থিব আশীর্বাদ।

অনুবাদ

ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গে নিমেষমাত্র সঙ্গ করার ফলে জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তার সঙ্গে স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনা করা যায় না, তখন মরণশীল মানুষের জাগতিক সমৃদ্ধির কথা আর কি বলার আছে!

তাৎপর্য

একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য আর একটি বস্তুর তুলনা তখনই সম্ভব হয়, যখন তাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য থাকে। শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্যের তুলনা কোন জাগতিক বস্তুর সঙ্গে করা সম্ভব নয়। যারা জড় সুখের প্রতি আসক্ত, তারা চন্দ্র, শুক্র, ইন্দ্রলোক আদি স্বর্গলোকে যাওয়ার কামনা করে, আর যারা মনোধর্মী ভৌতিক দর্শনের প্রতি আসক্ত, তারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কামনা করে। কেউ যখন সব রকম জড় সুখ ভোগের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়, তখন সে অপুনর্ভব বা পুনর্জন্ম না হওয়ার বিপরীত ধরনের মুক্তি কামনা করে। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত স্বর্গসুখ অথবা জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি, এর কোনটি কামনা করেন না। অর্থাৎ, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কাছে স্বর্গসুখ আকাশ কুসুমের মতো অর্থহীন এবং যেহেতু তাঁরা সব রকমের জড়সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি থেকে মুক্ত, তাই তাঁরা জড় জগতে অবস্থান কালেও মুক্ত। অর্থাৎ, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জড় জগৎ এবং চিৎ জগৎ যেখানেই থাকুন না কেন, ভগবানের প্রেমময়ী সেবারূপ চিন্ময় অস্তিত্বে বিরাজ করেন।

একজন সরকারী কর্মচারী যেমন অফিসে অথবা তাঁর গৃহে অথবা যে কোন জায়গাতেই থাকুন না কেন, সর্ব অবস্থাতেই তিনি সরকারী কর্মচারী, তেমনই ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে জড় জগতের কোন সম্পর্ক নেই, কেননা তিনি সর্বদাই ভগবানের সেবায় ঐকান্তিকভাবে যুক্ত। যেহেতু জড় জগতে তার কাম্য কিছুই নেই, তাই

প্রভুত্ব বা রাজত্বের মতো জড়জাগতিক সুখে তার কী আসে যায়? এসব তো দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে।

ভগবদ্ভক্তি নিত্য; তা অন্তহীন, কারণ তা চিন্ময়। তাই, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সম্পদ জড় সম্পদ থেকে ভিন্ন হওয়ার ফলে এই দুয়ের মধ্যে কখনো কোন তুলনা করা সম্ভব হয় না।

সূত গোস্বামী ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, এবং তাই নৈমিষারণ্যের ঋষিদের সঙ্গে তাঁর সঙ্গ ছিল অতুলনীয়। জড় জগতে জড় বিষয়াসক্ত মানুষদের বলা হয় যোষিত সঙ্গী, কারণ তারা স্ত্রীলোক এবং অন্যান্য জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এই প্রকার আসক্তি সর্বতোভাবে ত্যজ্য, কেননা তার ফলে মঙ্গল এবং সমৃদ্ধি দূর হয়ে যায়। তার ঠিক বিপরীত হচ্ছে ভগবৎ সঙ্গী, অর্থাৎ যিনি সর্বদা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির প্রতি আসক্ত। সেই প্রকার সঙ্গ সব সময় কাম্য; তা পূজনীয়, প্রশংসনীয়, এবং সেইটিই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য।

শ্লোক ১৪

কো নাম তৃপ্যেদ্ রসবিৎকথায়াং
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য ।
নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু-
র্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ ॥ ১৪ ॥

কঃ—তিনি কে; **নাম**—বিশেষভাবে; **তৃপ্যেৎ**—পূর্ণ সন্তোষ লাভ করেন; **রসবিৎ**—রস আস্বাদনে পারদর্শী; **কথায়াম্**—বিষয়ে; **মহত্তম্**—জীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **একান্ত**—একমাত্র; **পরায়ণস্য**—আশ্রয়ের; **ন**—কখনোই না; **অন্তম্**—শেষ; **গুণানাম্**—গুণসমূহের; **অগুণস্য**—চিজ্জগতের; **জগ্মু**—নিশ্চিত করতে পারে; **যোগ-ঈশ্বরাঃ**—যোগশক্তির অধিকারী; **যে**—তাঁরা সকলে; **ভব**—শিব; **পাদ্ম**—ব্রহ্মা; **মুখ্যাঃ**—মুখ্য।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (গোবিন্দ) পরম শ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের একমাত্র আশ্রয়। শিব, ব্রহ্মা প্রমুখ যোগেশ্বরেরাও তাঁর অপ্রাকৃত গুণসমূহের ইয়ত্তা করতে পারেন না। কোনও রসজ্ঞ ব্যক্তি কি তাঁর মহিমা শ্রবণ করে কখনো পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেন?

তাৎপর্য

শিব এবং ব্রহ্মা হচ্ছেন দেবতাদের মধ্যে দুজন প্রধান দেবতা। তাঁরা পূর্ণ যোগশক্তিসম্পন্ন। যেমন শিব বিষের সমুদ্র পান করেছিলেন, যে বিষের এক ফোঁটা যে কোনো সাধারণ মানুষের প্রাণ নাশের পক্ষে যথেষ্ট। তেমনই ব্রহ্মা শিব আদি বহু দেবতাদের সৃষ্টি করেছেন, তাই তাঁরা দুজন হচ্ছেন ঈশ্বর বা ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক। কিন্তু তাঁরা পরম শক্তিমান নন। পরম শক্তিমান হচ্ছেন গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ। তিনি চিন্ময় এবং তাঁর চিন্ময় গুণাবলী শিব, ব্রহ্মা প্রমুখ শক্তিশালী ঈশ্বরের দ্বারাও মাপা সম্ভব নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ মহাত্মাদেরও একমাত্র আশ্রয়। ব্রহ্মা হচ্ছেন জীবতত্ত্ব, কিন্তু সমস্ত জীবেদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বশ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মা কেন ভগবানের কথার প্রতি এত আসক্ত? কেননা ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস। সকলেই সব কিছুর মধ্যে কোনও রস আস্বাদন করতে চান, কিন্তু যিনি ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছেন তিনি অন্তহীন আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত, এবং তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সবই অনন্ত, আর যাঁরা তা আস্বাদন করেন, তাঁরা অন্তহীনভাবে তা আস্বাদন করেও তৃপ্ত হন না। সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে *পদ্মপুরাণে* —

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দচিদাত্মনি ।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥

'যোগীরা পরম সত্য থেকে অসীম দিব্য আনন্দ লাভ করে, এবং তাই পরম সত্য, পরমেশ্বর ভগবানকে বলা হয় রাম।'

এই প্রকার দিব্য আলোচনার অন্ত নেই। জড় বিষয় ভোগে অবসাদের একটি নিয়ম আছে, কিন্তু চিন্ময় বিষয়ে এই নিয়ম নেই। সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যে ঋষিদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলে যেতে চেয়েছিলেন, এবং ঋষিরাও একাদিক্রমে তাঁর কথা শুনতে প্রস্তুত ছিলেন। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান চিন্ময় এবং তাঁর গুণাবলী দিব্য, তাই তাঁর কথা শুদ্ধ শ্রোতাদের তা গ্রহণ করার বাসনা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত করে।

শ্লোক ১৫

তন্নো ভবান্ বৈ ভগবৎপ্রধানো
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য ।
হরেরুদারং চরিতং বিশুদ্ধং
শুশ্রূষতাং নো বিতনোতু বিদ্বন্ ॥ ১৫ ॥

তৎ—অতএব; **নঃ**—আমাদের; **ভবান্**—আপনি; **বৈ**—অবশ্যই; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; **প্রধানঃ**—প্রধানত; **মহত্তম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **একান্ত**—একমাত্র; **পরায়ণস্য**—আশ্রয়; **হরেঃ**—ভগবানের; **উদারম্**—নিরপেক্ষ; **চরিতম্**—কার্যকলাপ; **বিশুদ্ধম্**—দিব্য; **শুশ্রূষতাম্**—শ্রবণেচ্ছুক; **নঃ**—আমাদের; **বিতনোতু**—কৃপা করে বর্ণনা করুন; **বিদ্বন্**—হে বিদ্বান।

অনুবাদ

হে সূত গোস্বামী, আপনি বিদ্বান্ এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, কারণ ভগবানের সেবাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই আপনি দয়া করে আমাদের ভগবানের লীলাসমূহ বর্ণনা করুন, যা সমস্ত ভৌতিক বিচার ধারার অতীত, কেননা, সেই বাণী গ্রহণ করতে আমরা ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী।

তাৎপর্য

ভগবানের দিব্য লীলা বিলাসের যিনি বক্তা, তাঁর সেব্য এবং আরাধ্য শুধু একজনই—তিনি হলেন পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আর সেই বর্ণনা শ্রবণকারী শ্রোতাদের তাঁর কথা শ্রবণে ঐকান্তিক আকুলতা থাকা উচিত। এই প্রকার যোগ্য বক্তা এবং যোগ্য শ্রোতার যখন সংযোগ হয়, তখন অপ্রাকৃত বিষয়ের আলোচনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফলপ্রসূ হয়। এই ধরনের আলোচনা থেকে পেশাদারী বক্তা আর জড় বিষয়ে মগ্ন শ্রোতার বাস্তবিক কোন লাভ হয় না। পেশাদারী বক্তারা তাদের পরিবার প্রতিপালনের জন্য লোক-দেখানো ভাগবত-সপ্তাহের আলোচনা করতে পারে, এবং জড় বিষয়াসক্ত শ্রোতারা ধর্ম, অর্থ, কাম অথবা মোক্ষরূপ জাগতিক লাভের জন্য সেই ভাগবত-সপ্তাহ শ্রবণ করতে পারে; কিন্তু এই প্রকার ভাগবত আলোচনা জড়জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত নয়, এবং তার ফলে কারুরই কিছু লাভ হয় না।

কিন্তু শ্রীসূত গোস্বামী এবং নৈমিষারণ্যের মহাত্মাদের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল, তা চিন্ময় স্তরের আলোচনা। তাঁদের কোন জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য ছিল না। এই প্রকার আলোচনায় বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই অন্তহীন দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন, এবং তার ফলে তাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে সেই আলোচনা চালিয়ে যেতে পারেন।

আজকাল কেবল সাতদিন ধরে ভাগবত-সপ্তাহ হয়, এবং অনুষ্ঠানের পর, বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই জাগতিক কার্যকলাপে আগের মতো লিপ্ত হয়ে পড়ে। তার কারণ সেই বক্তা ভাগবত-প্রধান নন এবং শ্রোতারাও *শুশ্রূষতাম্* নন, যে কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৬

স বৈ মহাভাগবতঃ পরীক্ষিদ্-
যেনাপবর্গাখ্যমদভ্রবুদ্ধিঃ ।
জ্ঞানেন বৈয়াসকিশব্দিতেন
ভেজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলম্ ॥ ১৬ ॥

সঃ—তিনি; **বৈ**—অবশ্যই; **মহাভাগবতঃ**—সর্বোচ্চ স্তরের ভক্ত; **পরীক্ষিৎ**—মহারাজ পরীক্ষিৎ; **যেন**—যার ফলে; **অপবর্গাখ্যম্**—মুক্তি নামক; **অদভ্র**—স্থির; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **জ্ঞানেন**—জ্ঞানের দ্বারা; **বৈয়াসকি**—ব্যাসনন্দন; **শব্দিতেন**—উচ্চারিত; **ভেজে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **খগেন্দ্র**—পক্ষীরাজ গরুড়; **ধ্বজ**—পতাকা; **পাদমূলম্**—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

হে সূত গোস্বামী, সেই মহাভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যাসনন্দন শুকদেবের কাছে যে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম প্রাপ্তিরূপ মোক্ষফল লাভ করেছিলেন, সে কথা আপনি দয়া করে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

মোক্ষ মার্গের অনুসরণকারী পরমার্থবাদীদের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে। সেই পরমার্থ অনুশীলনকারীরা নির্বিশেষবাদী এবং ভগবদ্ভক্ত এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। ভগবদ্ভক্তরা ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের আরাধনা করেন, আর নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতি নামক ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটার ধ্যান করেন।

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যাসনন্দন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর বাণী শ্রবণ করার মাধ্যমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করেছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও প্রথমে নির্বিশেষবাদী ছিলেন, যে কথা তিনি নিজেই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১/৯) স্বীকার করেছেন, কিন্তু পরে তিনি ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তার ফলে ভগবদ্ভক্তে পরিণত হন। এই প্রকার পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত ভক্তদের বলা হয় মহাভাগবত বা সর্বোচ্চ শ্রেণীর ভক্ত। ভক্ত সাধারণত তিন প্রকার, যথা—প্রাকৃত, মধ্যম এবং মহাভাগবত। প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ অধিকারীর ভক্ত হচ্ছেন তাঁরা, যাঁদের ভগবান সম্বন্ধে এবং ভগবদ্ভক্ত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান নেই অথচ মন্দিরে ভগবানের পূজা করেন। মধ্যম অধিকারী বা

দ্বিতীয় স্তরের ভক্ত ভগবান, ভক্ত, নির্বোধ এবং বিদ্বেষী সম্বন্ধে ভালভাবে অবগত। আর মহাভাগবত বা সর্বোচ্চ শ্রেণীর ভক্তরা ভগবৎ সম্বন্ধে সব কিছু দর্শন করেন এবং সকলকেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে দর্শন করেন। মহাভাগবতেরা তাই ভগবদ্ভক্ত এবং অভক্তের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেন না।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন তেমনি একজন মহাভাগবত কেননা তিনি ছিলেন মহাভাগবত শুকদেব গোস্বামীর শিষ্য। তিনি সকলের প্রতি সমভাবে কৃপাপরায়ণ ছিলেন, তাই তিনি কলিকে পর্যন্ত কৃপা করেছিলেন, অন্যের কি কথা!

পারমার্থিক ইতিহাসের পাতায় বহু নির্বিশেষবাদীর ভক্তে পরিণত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু কোন ভক্ত কখনও নির্বিশেষবাদী হননি। তার থেকে প্রমাণিত হয় যে, পারমার্থিক স্তরে ভক্তের স্থান নির্বিশেষবাদীদের ঊর্ধ্বে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও* (১২/৫) বর্ণনা করা হয়েছে যে, নির্বিশেষবাদের স্তরে আটকে পড়েছেন যে ব্যক্তি, তার লাভের থেকে অধিক কষ্ট ভোগ করতে হয়।

তাই শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান মহারাজ পরীক্ষিতকে ভগবানের সেবা লাভে সাহায্য করেছিল। পূর্ণতা প্রাপ্তির এই স্তরকে বলা হয় অপবর্গ, বা মুক্তির চরম অবস্থা। মোক্ষ সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান ভৌতিক জ্ঞান। জড় জগতের বন্ধন থেকে প্রকৃত মুক্তিকে বলা হয় মোক্ষ, কিন্তু ভগবানের অপ্রাকৃত সেবা লাভ হচ্ছে মোক্ষের চরম অবস্থা। এই স্তর জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমে লাভ হয় যে কথা পূর্বেই (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১২) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাভাগবত যে পূর্ণজ্ঞান দান করেন, তা লাভ করার ফলে ভগবানের দিব্য সেবা লাভ হয়।

শ্লোক ১৭

তন্নঃ পরং পুণ্যমসংবৃতার্থ-
মাখ্যানমত্যদ্ভুতযোগনিষ্ঠম্ ।
আখ্যাহ্যনন্তাচরিতোপপন্নং
পারীক্ষিতং ভাগবতাভিরামম্ ॥ ১৭ ॥

তৎ—অতএব; **নঃ**—আমাদের; **পরম্**—পরম; **পুণ্যম্**—পবিত্রকারী; **অসংবৃতার্থম্**—যথারূপ; **আখ্যানম্**—বর্ণনা; **অতি**—অত্যন্ত; **অদ্ভুত**—আশ্চর্যজনক; **যোগনিষ্ঠম্**—ভক্তিযোগে নিষ্ঠাপরায়ণ; **আখ্যাহি**—বর্ণনা করে; **অনন্ত**—অনন্ত; **আচরিত**—কার্যকলাপ; **উপপন্নম্**—পূর্ণ; **পারীক্ষিতম্**—মহারাজ পরীক্ষিতকে বলেছিলেন; **ভাগবত**—শুদ্ধ ভক্ত; **অভিরামম্**—বিশেষভাবে অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

দয়া করে আপনি আমাদের কাছে সেই অনন্ত সত্তার মহিমা বর্ণনা করুন, কেননা তা পবিত্রকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তা মহারাজ পরীক্ষিতকে শোনানো হয়েছিল এবং তা ভক্তিযোগে পূর্ণ হওয়ার ফলে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতকে যা শোনানো হয়েছিল এবং যা শুদ্ধ ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় তা হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত*। *শ্রীমদ্ভাগবত* মুখ্যত পরম অনন্তের কার্যকলাপের বর্ণনায় পূর্ণ, এবং তাই তা ভক্তিযোগের বিজ্ঞান। তাই তা হল 'পরা', অর্থাৎ পরম, কেননা যদিও তা সমস্ত জ্ঞান এবং ধর্মে পূর্ণ, তথাপি তা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

শ্লোক ১৮

সূত উবাচ

অহো বয়ং জন্মভৃতোঽদ্য হাস্ম
বৃদ্ধানুবৃত্ত্যাপি বিলোমজাতাঃ ।
দৌষ্কুল্যমাধিং বিধুনোতি শীঘ্রং
মহত্তমানামভিধানযোগঃ ॥ ১৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **অহো**—কিভাবে; **বয়ম্**—আমরা; **জন্মভৃতঃ**—সফলজন্মা; **অদ্য**—আজ; **হ**—স্পষ্টভাবে; **আস্ম**—হয়েছি; **বৃদ্ধ-অনুবৃত্ত্যা**—জ্ঞানবৃদ্ধের সেবা করা; **অপি**—যদিও; **বিলোমজাতাঃ**—মিশ্র বর্ণ উদ্ভূত; **দৌষ্কুল্যম্**—জন্মজাত অযোগ্যতা; **আধিম্**—কষ্ট; **বিধুনোতি**—বিশুদ্ধ করে; **শীঘ্রম্**—অতি শীঘ্র; **মহত্তমানাম্**—মহাত্মাদের; **অভিধান**—আলাপ আলোচনা; **যোগঃ**—সম্বন্ধ।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—আহা! যদিও আমরা সঙ্কর বর্ণোদ্ভূত তথাপি জ্ঞানবৃদ্ধ মহাপুরুষদের সেবা করার ফলেই কেবল সফলজন্মা হয়েছি। এই প্রকার মহাত্মাদের সঙ্গে কেবল বার্তালাপ করার ফলেই নিম্নকুলে জন্মজনিত অযোগ্যতা অচিরেই বিদূরিত হয়ে যায়।

তাৎপর্য

সূত গোস্বামী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি এক মিশ্রজাতির অসংস্কৃত নিম্নকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এবং নৈমিষারণ্যের ঋষিদের মহৎ সঙ্গ প্রভাবে তাঁর নিম্নকুলে জন্মজনিত অযোগ্যতা নিঃসন্দেহে দূর হয়ে গিয়েছিল। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈদিক প্রথার এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেছিলেন, এবং তাঁর দিব্য সঙ্গ প্রভাবে তিনি বহু নিম্নকুলোদ্ভূত, জন্ম অনুসারে অথবা কর্ম অনুসারে অযোগ্য ব্যক্তিদের, ভগবদ্ভক্তির অতি উন্নত স্তরে উন্নীত করেছিলেন এবং আচার্য পদ প্রদান করেছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, সন্ন্যাসী-গৃহস্থ নির্বিশেষে যে কোনো মানুষ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হওয়ার ফলে আচার্য অথবা গুরু হতে পারেন।

সূত গোস্বামী কৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করেছিলেন শুকদেব গোস্বামী এবং ব্যাসদেব প্রমুখ মহর্ষিদের কাছ থেকে, এবং তিনি এতই যোগ্য ছিলেন যে, নৈমিষারণ্যের ঋষিরা ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে তাঁর কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত রূপী কৃষ্ণতত্ত্ববিজ্ঞান শুনতে চেয়েছিলেন। এইভাবে শ্রবণ এবং উপদেশ দ্বারা তিনি দ্বিগুণ সাধুসঙ্গ লাভ করেছিলেন। দিব্য জ্ঞান বা কৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞান লাভ করতে হয় অভিজ্ঞ মহাজনদের কাছ থেকে, এবং সেই জ্ঞান যখন উপদেশ দেওয়া হয়, তখন আরও অধিক যোগ্যতা লাভ হয়। তাই সূত গোস্বামীর দ্বিগুণ লাভ হয়েছিল; এবং তার ফলে তিনি নিঃসন্দেহে নিম্নকুলে জন্মজনিত অযোগ্যতা এবং মনঃপীড়া থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন।

এই শ্লোকটি থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নিম্নকুলে সূত গোস্বামীর জন্ম হয়েছিল বলে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁকে দিব্য জ্ঞান দান করতে অস্বীকার করেননি এবং নৈমিষারণ্যের ঋষিরা তাঁর কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেননি। তা থেকে বোঝা যায় যে, হাজার হাজার বৎসর পূর্বেও নিম্নকুলোদ্ভূত মানুষদের পারমার্থিক বিজ্ঞান শিক্ষা লাভে এবং প্রচারে কোন রকম বাধা ছিল না।

হিন্দু সমাজের তথাকথিত জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত কতগুলি অযোগ্য দ্বিজবন্ধুর প্রভাবে কেবলমাত্র গত একশ বছরের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মূল বৈদিক পদ্ধতির পুনরুত্থাপন করেছেন, এবং তিনি মুসলমান কুলোদ্ভূত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে নামাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত করেছেন।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের এমনই ক্ষমতা। গঙ্গার জল পবিত্র বলে স্বীকৃত, এবং গঙ্গায় স্নান করলে পবিত্র হওয়া যায় কিন্তু ভগবদ্ভক্তের মহিমা এতই যে, কেবল দর্শন দান করার মাধ্যমে তিনি অধঃপতিত জীবদের পবিত্র করতে পারেন। ভগবান

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর সুযোগ্য প্রচারকদের প্রেরণ করার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর অত্যন্ত কলুষিত পরিবেশ পবিত্র করতে চেয়েছিলেন, এবং ভারতবাসীদের কর্তব্য হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে সর্বোচ্চ স্তরের পরোপকার সাধন করা।

বর্তমানে মানব সমাজে মানুষদের দেহের রোগ থেকে মনের রোগ অধিক প্রবল। তাই অচিরেই সারা পৃথিবী জুড়ে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রচার কার্য শুরু করা উচিত।

মহত্তমানাম্ অভিধান শব্দটির আরেকটি অর্থ হচ্ছে মহান ভক্তদের অভিধান, বা মহান ভক্তদের বাণীসমন্বিত গ্রন্থ। মহান ভক্তদের এবং ভগবানের বাণীর এই অভিধান হচ্ছে বেদ এবং বেদের অনুগামী শাস্ত্রসমূহ, বিশেষ করে *শ্রীমদ্ভাগবত* ।

শ্লোক ১৯

কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য
মহত্তমৈকান্ত পরায়ণস্য ।
যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো
মহদ্‌গুণত্বাদ্ যমনন্তমাহুঃ ॥ ১৯ ॥

কুতঃ—কি বলা যায়; **পুনঃ**—পুনরায়; **গৃণতঃ**—কীর্তনকারী; **নাম**—দিব্য নাম; **তস্য**—তাঁর; **মহত্তম**—মহান ভক্ত; **একান্ত**—একমাত্র; **পরায়ণস্য**—যাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা যায়; **য**—যিনি; **অনন্ত**—অন্তহীন; **শক্তিঃ**—শক্তি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনন্ত**—অসংখ্য; **মহৎ**—মহান; **গুণত্বাৎ**—এই প্রকার গুণের ফলে; **যম্**—যাকে; **অনন্তম্**—অনন্ত নামক; **আহুঃ**—বলা হয়।

অনুবাদ

আর যাঁরা মহান ভক্তের নির্দেশ অনুসারে অসীম শক্তিসম্পন্ন অনন্তের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তাঁদের কি কথা? পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি অনন্ত এবং গুণাবলী দিব্য, তাঁর নাম অনন্ত।

তাৎপর্য

উচ্চকুলোদ্ভূত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, অসংস্কৃত দ্বিজবন্ধুরা নিম্ন বর্ণের মানুষদের এই জন্মেই ব্রাহ্মণত্ব লাভের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করে; তারা যুক্তি দেখায় যে, পূর্বকৃত পাপের ফলে শূদ্র অথবা শূদ্রাধম কুলে মানুষের জন্ম হয় এবং তাই নীচকুলে জন্মজনিত দুঃখ-দুর্দশা ভোগের মাধ্যমে তাদের সেই পাপের মেয়াদ পূর্ণ করতে হয়।

এই সমস্ত কু-তার্কিকদের ভ্রান্ত যুক্তি খণ্ডন করে *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রতিপন্ন করেছে যে, কেউ যখন শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশনায় ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ নিম্নকুলে জন্মজনিত অসুবিধা থেকে মুক্ত হন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনও নাম অপরাধ করেন না। দশটি নামাপরাধ রয়েছে। শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশনায় যখন নাম কীর্তন হয়, তখন অপরাধশূন্য হয়ে নামগ্রহণ হয়। অপরাধশূন্য নাম দিব্য, এবং তাই সেই নাম গ্রহণের ফলে পূর্বকৃত সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

অপরাধশূন্য নাম কীর্তন বলতে বোঝায়, পূর্ণরূপে নামের দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত হয়ে ভগবানের শরণাগত হওয়া। ভগবানের দিব্য নাম এবং ভগবান স্বয়ং পরম তত্ত্ব, তাই তাঁরা অভিন্ন। ভগবানের নাম ভগবানেরই মতো শক্তিসম্পন্ন। ভগবান সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, এবং তাঁর অনন্ত নাম রয়েছে যেগুলি তাঁর থেকে অভিন্ন এবং তাঁরই মতো শক্তিসম্পন্ন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবানের চরম নির্দেশ হচ্ছে, কেউ যখন তাঁর শরণ গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাঁকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেন। যেহেতু তাঁর নাম এবং তিনি স্বয়ং অভিন্ন, তাই ভগবানের দিব্য নাম ভক্তকে সমস্ত পাপের ফল থেকে রক্ষা করতে পারে। ভগবানের দিব্য নামের কীর্তন কোন ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহে নিম্নকুলে জন্মজনিত দোষ থেকে মুক্ত করতে পারে।

ভগবানের অনন্ত শক্তি তাঁর অন্তহীন ভক্ত এবং অবতারদের দ্বারা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়, এবং এইভাবে ভগবানের প্রতিটি ভক্ত এবং অবতার ভগবানের শক্তির দ্বারা সমভাবে আবিষ্ট হতে পারেন। যেহেতু ভগবানের ভক্ত ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হন, তা যত স্বল্পমাত্রাতেই হোক, তাই নিম্নকুলে জন্মজনিত কোন রকম অযোগ্যতা ভগবদ্ভক্তির পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না।

শ্লোক ২০

এতাবতালং ননু সূচিতেন
গুণৈরসাম্যানতিশায়নস্য ।
হিত্বেতরান্ প্রার্থয়তো বিভূতি-
র্যস্যাঙ্ঘ্রিরেণুং জুষতেঽনভীপ্সোঃ ॥ ২০ ॥

এতাবতা—পর্যন্ত; **অলম্**—অনাবশ্যক; **ননু**—স্বল্পমাত্রায় হলেও; **সূচিতেন**—বর্ণনার দ্বারা; **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা; **অসাম্য**—অতুলনীয়; **অনতিশায়নস্য**—যাঁর সমকক্ষ

কেউ নেই; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ইতরান্**—অন্যদের; **প্রার্থয়তঃ**—প্রার্থনা করে; **বিভূতিঃ**—লক্ষ্মীদেবীর কৃপা; **যস্য**—যাঁর; **অঙ্ঘ্রি**—চরণ; **রেণুম্**—ধূলি; **ঘুষতে**—সেবা করে; **অনভীপ্সোঃ**—অনিচ্ছুক।

অনুবাদ

এখানে প্রতিপন্ন হল যে, পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত এবং কেউই তাঁর সমতুল্য নন। তাই কেউই যথেষ্টভাবে তাঁর সম্বন্ধে বলতে পারেন না। মহান্ দেবতারা অনেক প্রার্থনা করেও যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করতে পারেন না, সেই লক্ষ্মীদেবী ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন, যদিও ভগবান এই প্রকার সেবার আকাঙ্ক্ষী নন।

তাৎপর্য

শ্রুতি থেকে জানা যায় যে, ভগবান বা পরব্রহ্মের করণীয় কিছু নেই। কেউই তাঁর সমকক্ষ নন এবং কেউই তাঁর থেকে বড় নন। তাঁর শক্তি অনন্ত, এবং তাঁর প্রতিটি কর্ম তার স্বাভাবিক পূর্ণতায় সম্পাদিত হয়। তাই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং-সম্পূর্ণ, এবং তাই তাঁকে অন্য কারও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে হয় না, এমন কি ব্রহ্মার মতো মহান দেবতার থেকেও নয়। সকলেই লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করতে চান, এবং তাদের বহু প্রার্থনা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের কৃপা করেন না। আর সেই লক্ষ্মীদেবী পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেন, যদিও তাঁর কাছ থেকে ভগবানের গ্রহণীয় কিছুই নেই। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নাভিপদ্ম থেকে এই জড় জগতের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর নিত্য সেবায় যুক্ত লক্ষ্মীদেবীর গর্ভ থেকে তাঁকে উৎপন্ন করেননি। এইগুলি তাঁর পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য এবং পূর্ণতার কয়েকটি উদাহরণ।

তাঁর কিছু করণীয় নেই বলতে এই বোঝায় না যে, তিনি নির্বিশেষ। তিনি এই প্রকার অচিন্ত্য শক্তিতে পূর্ণ যে, তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল সব কিছু সম্পাদিত হয়। তাই তাঁকে বলা হয় যোগেশ্বর, বা সমস্ত যৌগিক শক্তির ঈশ্বর।

শ্লোক ২১

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ ।
সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥ ২১ ॥

অথ—অতএব; **অপি**—অবশ্যই; **যৎ**—যাঁর; **পাদনখ**—পায়ের নখ; **অবসৃষ্টম্**—নিঃসৃত হয়ে; **জগৎ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **বিরিঞ্চ**—ব্রহ্মা; **উপহৃত**—সংগ্রহ করেছেন; **অর্হন**—পূজা; **অম্ভঃ**—জল; **স**—সহ; **ইশম্**—শিব; **পুণাতি**—পবিত্র করে; **অন্যতমঃ**—আর কে; **মুকুন্দাৎ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন; **কঃ**—কে; **নাম**—নাম; **লোকে**—এই জগতে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পদ**—পদ; **অর্থঃ**—যোগ্য।

অনুবাদ

ব্রহ্ম যাঁর পাদনখ নিঃসৃত সলিল সংগ্রহ করে অর্ঘ্যস্বরূপ তা মহাদেবকে নিবেদন করেন (গঙ্গা রূপে), এবং যা মহাদেবসহ সমগ্র জগতকে পবিত্র করছেন, এই জগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য কে ভগবৎ শব্দবাচ্য হতে পারেন?

তাৎপর্য

মূর্খ লোকেরা মনে করে যে, বৈদিক শাস্ত্রে বহু ঈশ্বরবাদ প্রতিপন্ন হয়েছে, তাদের সেই ধারণা ভ্রান্ত। ভগবান হচ্ছেন এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু তিনি বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। সে কথা বেদে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ভগবানের এই প্রকার বিস্তার অসংখ্য, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ জীব। জীবেরা ভগবানের অংশের মতো শক্তিশালী নন, এবং তাই ভগবানের বিস্তার দুভাবে হয়। ব্রহ্মা হচ্ছেন জীবতত্ত্ব, এবং শিব হচ্ছেন ভগবান এবং জীবের মধ্যবর্তী মাধ্যমস্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্মা এবং শিব আদি মুখ্য দেবতারাও ভগবানের সমকক্ষ বা ভগবানের থেকে বড় নন। লক্ষ্মীদেবী এবং ব্রহ্মা ও শিবের মতো সর্বশক্তিমান দেবতারাও বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন; তাই মুকুন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) থেকে অধিক শক্তিশালী এবং পরমেশ্বর ভগবান পদবাচ্য আর কে হতে পারেন?

লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা এবং শিব স্বতন্ত্র শক্তিসম্পন্ন নন, ভগবানের অংশ হওয়ার ফলে তাঁরা ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান, এবং তাঁরা সকলেই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত।

ভগবানের বিভিন্নাংশ জীবেরাও তেমন ভগবানের সেবায় যুক্ত। ভগবদ্ভক্তদের চারটি সম্প্রদায় রয়েছে এবং তাদের মধ্যে মুখ্য হচ্ছে ব্রহ্মা থেকে প্রবর্তিত ব্রহ্ম সম্প্রদায়, শিব থেকে প্রবর্তিত রুদ্র সম্প্রদায় এবং লক্ষ্মীদেবী থেকে প্রবর্তিত শ্রী সম্প্রদায়। এই তিনটি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত আর একটি চতুর্থ সম্প্রদায় রয়েছে যেটি হচ্ছে সনৎ কুমার থেকে প্রবর্তিত কুমার সম্প্রদায়। এই চারটি মূল সম্প্রদায় আজও ভগবানের দিব্য সেবায় যুক্ত, এবং তাঁরা সকলেই ঘোষণা করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বা মুকুন্দ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং কেউই তাঁর সমান বা তাঁর থেকে মহৎ নন।

শ্লোক ২২

যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্ ।
ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং
যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্মঃ ॥ ২২ ॥

যত্র—যাঁর প্রতি; **অনুরক্তাঃ**—দৃঢ়ভাবে আসক্ত; **সহসা**—হঠাৎ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ধীরাঃ**—আত্ম-সংযমী; **ব্যপোহ্য**—পরিত্যাগ করে; **দেহ**—স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মন; **আদিষু**—সম্বন্ধিত; **সঙ্গম্**—আসক্তি; **উঢ়ম্**—ধৃত; **ব্রজন্তি**—চলে যান; **তৎ**—তা; **পারম-হংস্যম্**—পরমহংসত্ব; **অন্ত্যম্**—তাঁর ঊর্ধ্বে; **যস্মিন্**—যাতে; **অহিংসা**—অহিংসা; **উপশমঃ**—বৈরাগ্য; **স্বধর্মঃ**—স্বাভাবিক ধর্ম।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত আত্ম-সংযত ব্যক্তিরা সহসা স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মন সহ জড়জাগতিক আসক্তি পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রমের চরম সিদ্ধি পারমহংস্যত্ব প্রাপ্তির জন্য গৃহত্যাগ করে চলে যান, যার ফলে অহিংসা তথা বৈরাগ্য স্বাভাবিকভাবে সম্পাদিত হয়।

তাৎপর্য

আত্ম-সংযত ব্যক্তিরা কেবল ধীরে ধীরে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত হতে পারে। আত্ম-সংযত বলতে বোঝায় যিনি অত্যাবশ্যক ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টায় লিপ্ত হন না। আর যারা আত্ম-সংযত নয়, তারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টাতে সর্বক্ষণ মগ্ন থাকে। শুষ্ক দার্শনিক জ্ঞানের প্রয়াস হল মনের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সুখভোগ। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রচেষ্টা মানুষকে অজ্ঞানের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে পরিচালিত করে। যারা আত্ম-সংযত, তারা জড়জাগতিক বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হয়ে পরমার্থের পথে অগ্রসর হতে পারে। বেদে তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*তমসি মা জ্যোতির্গময়োঃ* অর্থাৎ তমসার অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে অগ্রসর না হয়ে ভব বন্ধন মুক্তির জ্যোতির্ময় পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে জড় সুখ ভোগের প্রচেষ্টা থেকে নিরস্ত করার মাধ্যমে আত্ম-সংযম লাভ করা যায় না, পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে জোর করে দমন করা যায় না, পক্ষান্তরে উপযুক্ত কার্যে নিযুক্ত করার মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব হয়।

তাই ইন্দ্রিয় যখন সম্পূর্ণরূপে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়, তখন সেগুলি সর্বদাই ভগবানের দিব্য সেবায় যুক্ত থাকে। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির এই সিদ্ধ অবস্থাকে বলা হয় ভক্তিযোগ।

তাই যাঁরা ভক্তিযোগের পন্থায় যুক্ত, তাঁরা যথাযথভাবে সংযত ইন্দ্রিয় এবং তাঁরা সহসা ভগবানের সেবার জন্য তাঁদের গৃহ এবং দেহের আসক্তি পরিত্যাগ করতে পারেন। এই স্তরকে বলা হয় পরমহংস স্তর। হংস দুধ এবং জলের মিশ্রণ থেকে দুধ আলাদা করে নিতে পারে। তেমনই, যাঁরা মায়ার সেবার পরিবর্তে ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁদের বলা হয় পরমহংস। তাঁরা স্বাভাবিকভাবে সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা গুণান্বিত, যথা—নিরভিমান, নিরহঙ্কার, অহিংসা, ধৈর্য, সরলতা, শ্রদ্ধাশীলতা, পূজা, ভক্তি এবং নিষ্ঠা।

এই সমস্ত দিব্য গুণগুলি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়। সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত এই প্রকার পরমহংস অত্যন্ত দুর্লভ। মুক্তদের মধ্যেও তাঁরা দুর্লভ। প্রকৃত অহিংসা হচ্ছে মাৎসর্য থেকে মুক্ত হওয়া। এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই অপরের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ। কিন্তু আদর্শ পরমহংস সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে সম্পূর্ণরূপে নির্মৎসর। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিটি জীবকে ভালবাসেন।

প্রকৃত বৈরাগ্য হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভর করা। প্রতিটি জীবই অন্য কারও উপর নির্ভরশীল, কারণ সেইভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু কেউ যখন ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায়, তখন সে প্রকৃতির জড় অবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়। বৈরাগ্যের অর্থ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করা।

প্রকৃত স্বতন্ত্রতার অর্থ হচ্ছে জড় অবস্থার উপর নির্ভরশীল না হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার উপর সম্পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাশীল হওয়া। এই পরমহংস স্তর ভক্তিযোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধি।

শ্লোক ২৩

অহং হি পৃষ্টোঽর্যমণো ভবদ্ভি-
রাচক্ষ আত্মাবগমোঽত্র যাবান্ ।
নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ-
স্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ ॥ ২৩ ॥

অহম্—আমি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **পৃষ্টঃ**—আপনাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে; **অর্যমণঃ**—সূর্যের মতো শক্তিশালী; **ভবদ্ভিঃ**—আপনার দ্বারা; **আচক্ষে**—বর্ণনা করতে পারি; **আত্ম-অবগম**—আমি যতদূর জানি; **অত্র**—এখানে; **যাবান্**—যতদূর পর্যন্ত; **নভঃ**—আকাশ; **পতন্তি**—উড়ে; **আত্মসমম্**—তাদের শক্তি অনুসারে; **পৎত্রিণঃ**—পক্ষীগণ; **তথা**—তেমনই; **সমম্**—সম; **বিষ্ণুগতিম্**—বিষ্ণুসম্বন্ধীয় জ্ঞান; **বিপশ্চিতঃ**—পণ্ডিতেরাও।

অনুবাদ

হে সূর্যসদৃশ দীপ্তিমান ঋষিগণ! শ্রীবিষ্ণুর অপ্রাকৃত লীলা আমি আমার জ্ঞান অনুসারে যথাসাধ্য বর্ণনা করার চেষ্টা করব। পাখিরা যেমন তাদের শক্তি অনুসারে আকাশে বিচরণ করে, তেমনই পণ্ডিতেরাও তাঁদের উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের লীলা কীর্তন করেন।

তাৎপর্য

পরম সত্য অনন্ত। কেউ তাঁর নিজের সীমিত ক্ষমতার দ্বারা অনন্তকে জানতে পারেন না। ভগবান একাধারে নির্বিশেষ, সবিশেষ এবং একদেশবর্তী। তাঁর নির্বিশেষ রূপ হচ্ছে সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম, তাঁর একদেশবর্তী প্রকাশের দ্বারা তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান, এবং তাঁর পরম সবিশেষরূপে তিনি তাঁর ভাগ্যবান পার্ষদ শুদ্ধ ভক্তদের অপ্রাকৃত প্রেমাস্পদ। বিভিন্নরূপে ভগবানের লীলাসমূহ মহাজ্ঞানী ভক্তরা কেবল আংশিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

তাই শ্রীল সূত গোস্বামী তাঁর উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের লীলা বর্ণনার চেষ্টা করার কথা বলেছেন, তা যথার্থই সমীচীন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবানই কেবল নিজেকে বর্ণনা করতে পারেন, আর বিদ্বান ভক্তরা ভগবান তাঁদের যেমন ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই ক্ষমতা অনুসারে ভগবানের বর্ণনা করতে পারেন।

শ্লোক ২৪-২৫

একদা ধনুরুদ্যম্য বিচরন্ মৃগয়াং বনে ।
মৃগাননুগতঃ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতস্তৃষিতো ভৃশম্ ॥ ২৪ ॥
জলাশয়মচক্ষাণঃ প্রবিবেশ তমাশ্রমম্ ।
দদর্শ মুনিমাসীনং শান্তং মীলিতলোচনম্ ॥ ২৫ ॥

একদা—এক সময়; **ধনুঃ**—ধনু এবং বাণ; **উদ্যম্য**—দৃঢ়তাপূর্বক ধারণ করে; **বিচরন্**—পরিভ্রমণ; **মৃগয়াম্**—মৃগয়ায়; **বনে**—অরণ্যে; **মৃগান্**—হরিণদের; **অনুগতঃ**—অনুগমন করতে করতে; **শ্রান্তঃ**—অবসন্ন; **ক্ষুধিতঃ**—ক্ষুধার্ত; **তৃষিতঃ**—তৃষ্ণার্ত; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **জলাশয়ম্**—জলাশয়; **আচক্ষাণঃ**—অন্বেষণ করতে করতে; **প্রবিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন; **তম্**—সেই; **আশ্রমম্**—শমীক ঋষির আশ্রমে; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **মুনিম্**—মুনিকে; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **শান্তম্**—সম্পূর্ণরূপে মৌন; **মীলিত**—মুদিত; **লোচনম্**—নেত্র।

অনুবাদ

এক সময় মহারাজ পরীক্ষিৎ শরাসনে শর যোজন করে মৃগয়ার্থে বনে মৃগের অনুসরণ করতে করতে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন। জলাশয়ের অন্বেষণ করতে করতে তিনি শমীক ঋষির প্রসিদ্ধ আশ্রমে প্রবিষ্ট হলেন এবং দেখলেন যে, এক মুনি নয়ন নিমীলিত করে প্রশান্তভাবে উপবেশন করে আছেন।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি এতই কৃপাশীল যে, উপযুক্ত সময়ে সেই ভক্তকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য তিনি এক শুভ অবস্থার সৃষ্টি করেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, এবং তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অবসন্ন, ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত হওয়ার কোন কারণ ছিল না; কেননা ভগবানের ভক্ত কখনও এই প্রকার দৈহিক আবেদনের দ্বারা বিচলিত হন না। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে এই প্রকার ভক্তরাও আপাতদৃষ্টিতে অবসন্ন এবং তৃষ্ণার্ত হতে পারেন, তবে সেটি ভগবানেরই ইচ্ছার প্রভাবে প্রকাশিত হয় তাঁদের জাগতিক কার্যকলাপে বৈরাগ্য উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য। ভগবানের কাছে ফিরে যেতে হলে সব রকম জড়জাগতিক আসক্তি এবং সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে হয়, এবং কোন ভক্ত যখন জড় বিষয়ে অত্যন্ত মগ্ন হয়ে পড়েন, তখন ভগবান তাঁর বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য এক বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তথাকথিত জাগতিক বিষয়ে যুক্ত থাকলেও ভগবান কখনও তাঁকে ভুলে যান না। কখনও কখনও তিনি সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন এবং তাঁর ভক্ত তাঁর সমস্ত জাগতিক বিষয় পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ভক্ত বুঝতে পারেন যে, তা হচ্ছে ভগবানের ইঙ্গিত, কিন্তু অন্যেরা সেই পরিস্থিতিকে প্রতিকূল এবং নৈরাশ্যজনক বলে মনে করে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা *শ্রীমদ্ভাগবতের* উদ্‌ঘাটনে পরীক্ষিৎ মহারাজকে মাধ্যম করার প্রয়োজন ছিল, ঠিক যেমন তাঁর পিতামহ অর্জুন *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার* বাণী প্রচারের মাধ্যম হয়েছিলেন। যদি ভগবানের ইচ্ছায় অর্জুনের আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্নেহজনিত মোহ উৎপন্ন না হত, তা হলে ভগবানের শ্রীমুখ থেকে *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার* বাণী প্রকাশিত হত না। তেমনই যদি সেই সময় পরীক্ষিৎ মহারাজ অবসন্ন, ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত না হতেন, তা হলে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবত* নিঃসৃত হত না। অতএব, সকলের মঙ্গল সাধনের জন্য যে পরিস্থিতিতে *শ্রীমদ্ভাগবত* কীর্তিত হয়েছিল, সেটি ছিল তারই সূচনা। তাই, সেই সূচনার শুরু হয়েছে "কোন এক সময়" শব্দটির মাধ্যমে।

শ্লোক ২৬

প্রতিরুদ্ধেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধিমুপারতম্ ।
স্থানত্রয়াৎ পরং প্রাপ্তং ব্রহ্মভূতমবিক্রিয়ম্ ॥ ২৬ ॥

প্রতিরুদ্ধ—দমন করে; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধিম্**—বুদ্ধি; **উপারতম্**—নিষ্ক্রিয়; **স্থান**—স্থান; **ত্রয়াৎ**—ত্রিবিধ; **পরম**—তুরীয়; **প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **ব্রহ্মভূতম্**—গুণগতভাবে পরব্রহ্মের সমান; **অবিক্রিয়ম্**—নির্বিকার।

অনুবাদ

সেই মুনির ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি সমস্তই জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত হয়েছিল, এবং তিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থার অতীত তুরীয় পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে তিনি ব্রহ্মভূত ও নির্বিকার ছিলেন।

তাৎপর্য

মনে হয়, যে মুনির আশ্রমে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রবেশ করেছিলেন, তিনি তখন সমাধিস্থ ছিলেন। এই চিন্ময় অবস্থা তিনটি উপায়ে লাভ করা যায়, যথা, জ্ঞান বা চিন্ময় তত্ত্বের ধারণার মাধ্যমে, যোগ বা দেহ মনের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে সমাধির বাস্তবিক উপলব্ধির মাধ্যমে, এবং যোগ বা ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করার সব চাইতে স্বীকৃত পন্থার মাধ্যমে।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতেও জড় থেকে জীবনের অনুভূতির ক্রমবিকাশের তত্ত্ব আমরা পাই। আমাদের জড় মন এবং দেহ আত্মা থেকে বিকশিত হয়, এবং জড় জগতের

তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃতি হই। জ্ঞানের পন্থা আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমানের ভিত্তিতে ধারণা সৃষ্টি করে। কিন্তু ভক্তিযোগ বাস্তবিকভাবে আত্মাকে চিন্ময় ক্রিয়ায় যুক্ত করে। বস্তুর অনুভূতি ইন্দ্রিয়ের অতীত আরও সূক্ষ্ম স্তরে অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ প্রথমে সূক্ষ্ম মনে, এবং তারপর প্রাণে এবং ধীরে ধীরে বুদ্ধিতে অর্পিত হয়। বুদ্ধির ঊর্ধ্বে, চিন্ময় আত্মার উপলব্ধি যৌগিক ক্রিয়াকলাপ অথবা ইন্দ্রিয় সংযম, প্রাণায়াম এবং বুদ্ধিকে চিন্ময় অবস্থায় উন্নীত করার অভ্যাস করার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। সমাধি স্তরে দেহের সমস্ত কার্যকলাপ স্তব্ধ হয়।

মহারাজ পরীক্ষিৎ মুনিকে সেই অবস্থায় দর্শন করেছিলেন। তিনি মুনিকে যেভাবে দর্শন করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে নিম্নে আরও বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৭

বিপ্রকীর্ণজটাচ্ছন্নং রৌরবেণাজিনেন চ ।
বিশুষ্যত্তালুরুদকং তথাভূতমযাচত ॥ ২৭ ॥

বিপ্রকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত; **জটাচ্ছন্নম্**—জটার দ্বারা আচ্ছন্ন; **রৌরবেণ**—মৃগ চর্মের দ্বারা; **অজিনেন**—চর্মের দ্বারা; **চ**—ও; **বিশুষ্যৎ**—শুষ্ক; **তালুঃ**—তালু; **উদকম্**—জল; **তথাভূতম্**—সেই অবস্থায়; **অযাচত**—চেয়েছিলেন।

অনুবাদ

সমাধিস্থ সেই মুনির দেহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জটা এবং মৃগচর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। তৃষ্ণায় রাজার তালু পর্যন্ত বিশুষ্ক হয়ে পড়েছিল, তাই তিনি সেই সমাধিস্থ মুনির কাছে জল প্রার্থনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

তৃষ্ণার্ত হয়ে রাজা সেই মুনির কাছে জল চেয়েছিলেন। মহাভাগবত রাজা যে সমাধিস্থ মুনির কাছে জল চেয়েছিলেন, তা অবশ্যই দৈবের লিখন। তা না হলে এই অলৌকিক ঘটনার কোন সম্ভাবনা ছিল না। মহারাজ পরীক্ষিৎ এইভাবে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, যার ফলে কালক্রমে *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৮

অলব্ধতৃণভূম্যাদিরসংপ্রাপ্তার্ঘ্যসূনৃতঃ ।
অবজ্ঞাতমিবাত্মানং মন্যমানশ্চুকোপ হ ॥ ২৮ ॥

অলব্ধ—না পাওয়ার ফলে; **তৃণ**—তৃণের আসন; **ভূমি**—স্থান; **আদিঃ**—ইত্যাদি; **অসংপ্রাপ্ত**—যথাযথভাবে আমন্ত্রিত না হওয়ার ফলে; **অর্ঘ**—স্বাগত জানিয়ে যে জল দেওয়া হয়; **সূনৃতঃ**—মিষ্টবাক্য; **অবজ্ঞাতম্**—উপেক্ষিত হওয়ার ফলে; **ইব**—এইভাবে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **মন্যমান**—মনে করে; **চুকোপ**—ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন; **হ**—এইভাবে।

অনুবাদ

রাজা যখন দেখলেন যে, মুনি তাঁকে তৃণাসন, স্থান, অর্ঘ কিছুই প্রদান করলেন না, এমন কি প্রিয় বচনে সম্ভাষণও করলেন না; তখন তিনি নিজেকে অবমানিত মনে করে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে গৃহে যদি শত্রুও আসে, তা হলে তাকেও সমস্ত সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা করার নির্দেশ দেওয়া আছে। তার সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করা হত যে, তাকে বুঝতে দেওয়া হত না যে, সে তার শত্রুর গৃহে এসেছে।

ভীম এবং অর্জুনসহ শ্রীকৃষ্ণ যখন মগধরাজ জরাসন্ধের কাছে গিয়েছিলেন, তখন জরাসন্ধ তাঁর সম্মানিত অতিথিদের রাজকীয় ঐশ্বর্যে অভ্যর্থনা করেছিলেন। তাঁর অতিথিরূপী শত্রু, ভীম, জরাসন্ধের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের মহা আড়ম্বরে সম্বর্ধনা করা হয়েছিল। রাত্রিবেলা তাঁরা বন্ধু এবং অতিথিদের মতো একত্রে বসতেন, আর দিনের বেলা তাঁদের জীবন বিপন্ন করে লড়াই করতেন। সেইটি হচ্ছে অভ্যর্থনার বিধি।

শাস্ত্রবিধি হচ্ছে, এই যে একজন অক্ষম দরিদ্র ব্যক্তি যার অতিথিকে দেওয়ার মতো কিছু নেই, তিনিও অতিথিকে অন্তত বসার জন্য একটি তৃণাসন, পান করার জন্য জল এবং মধুর বাক্য নিবেদন করবেন। তার ফলে তাঁর অতিথি সৎকার করতে কোন অর্থ ব্যয় হবে না। এটি ত কেবল শিষ্টাচারের কথা।

মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন শমীক ঋষির দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তখন তিনি সেই ঋষির কাছ থেকে কোন রাজকীয় অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করেননি, কেননা তিনি জানতেন

যে, মহাত্মা এবং ঋষিরা জাগতিক বিচারে ধনী নন। কিন্তু তিনি আশা করেননি যে, তিনি একটি তৃণাসন, একপাত্র জল, এবং কিছু মধুর বাক্য থেকেও বঞ্চিত হবেন। তিনি কোন সাধারণ অতিথি ছিলেন না, এবং তিনি ঋষির শত্রুও ছিলেন না, এবং তাই ঋষির এই অপ্রত্যাশিত আচরণে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত রাজার পক্ষে তখন ঋষির প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়া ন্যায়সঙ্গত ছিল। একজন রাজার পক্ষে এই রকম একটি পরিস্থিতিতে ক্রুদ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু যেহেতু রাজা স্বয়ং কোন মহাত্মা থেকে কম ছিলেন না, তাই তাঁর ক্রুদ্ধ হওয়া এবং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কার্য করা আশ্চর্যজনক ছিল।

তাই বুঝতে হবে যে, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে তা হয়েছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন ভগবানের একজন মহান্ ভক্ত এবং সেই ঋষিও ছিলেন রাজারই মতো একজন মহাত্মা। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যার ফলে রাজা তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং রাজকার্যের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হতে পারেন।

পরম করুণাময় ভগবান কখনও কখনও তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য এই প্রকার অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সেই অবস্থা ভক্তদের কাছে নৈরাশ্যজনক বলে মনে হতে পারে।

ভক্তদের ভগবান সর্বদাই রক্ষা করেন, এবং নৈরাশ্যে অথবা সাফল্যে, সর্ব অবস্থাতেই ভগবান তাঁদের পরিচালিত করেন। তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা নৈরাশ্যজনক অবস্থাকেও ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন।

শ্লোক ২৯

অভূতপূর্বঃ সহসা ক্ষুত্তৃড়্ভ্যামর্দিতাত্মনঃ ।
ব্রাহ্মণং প্রত্যভূদ্ব্রহ্মন্ মৎসরো মন্যুরেব চ ॥ ২৯ ॥

অভূত-পূর্ব—যা পূর্বে কখনো হয়নি; **সহসা**—ঘটনাক্রমে; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **তৃড়ভ্যাম্**—এবং তৃষ্ণা; **অর্দিত**—পীড়িত হয়ে; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **ব্রাহ্মণম্**—ব্রাহ্মণকে; **প্রতি**—বিরুদ্ধে; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণগণ; **মৎসরঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ; **মন্যু**—ক্রুদ্ধ; **এব**—এইভাবে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ! ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত মহারাজ পরীক্ষিতের সেই ব্রহ্মর্ষির প্রতি ক্রোধ এবং মৎসরতা ছিল সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব। পূর্বে রাজা কখনো এরকম আচরণ করেননি।

তাৎপর্য

বিশেষ করে একজন ব্রহ্মর্ষির প্রতি মহারাজ পরীক্ষিতের এইভাবে ক্রুদ্ধ এবং মাৎসর্যপরায়ণ হওয়া নিঃসন্দেহে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ছিল। রাজা ভালভাবেই জানতেন যে, ব্রাহ্মণ, ঋষি, শিশু, স্ত্রী এবং বৃদ্ধ মানুষেরা সর্বদাই সর্বপ্রকার দণ্ডের অতীত। তেমনই রাজা যদি ভয়ঙ্কর ভুলও করেন, তবুও তাঁকে অপরাধী বলে বিবেচনা করা হয় না।

কিন্তু এখানে, ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ার ফলে মহারাজ পরীক্ষিৎ ঋষির প্রতি ক্ষুব্ধ এবং মাৎসর্যপরায়ণ হয়েছিলেন। তাঁকে অবহেলা করার জন্য এবং অভ্যর্থনা না করার জন্য তাঁর প্রজাকে দণ্ড দেওয়ার অধিকার রাজার ছিল, কিন্তু এখানে অপরাধী যেহেতু একজন ঋষি এবং ব্রাহ্মণ, তাই তা ছিল অভূতপূর্ব।

ভগবান যেমন কারও প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ নন, তেমনই ভগবানের ভক্তও কারও প্রতি কখনো মাৎসর্যপরায়ণ হন না। মহারাজ পরীক্ষিতের এই আচরণের একমাত্র যৌক্তিকতা হচ্ছে যে, তা ঘটেছিল ভগবানেরই ইচ্ছার প্রভাবে।

শ্লোক ৩০

স তু ব্রহ্মঋষেরংসে গতাসুমুরগং রুষা ।
বিনির্গচ্ছন্ ধনুষ্কোট্যা নিধায় পুরমাগতঃ ॥ ৩০ ॥

সঃ—সেই রাজা; **তু**—কিন্তু; **ব্রহ্ম-ঋষেঃ**—সেই ব্রহ্মর্ষির; **অংসে**—স্কন্ধে; **গত-অসুম্**—মৃত; **উরগম্**—সর্প; **রুষা**—ক্রোধে; **বিনির্গচ্ছন্**—যাওয়ার সময়; **ধনুষ্কোট্যা**—ধনুকের অগ্রভাগের দ্বারা; **নিধায়**—স্থাপন করে; **পুরম্**—রাজপ্রাসাদে; **আগতঃ**—প্রত্যাবর্তন করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে অপমানিত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ ক্রোধবশত ব্রহ্মর্ষির স্কন্ধদেশে একটি মৃত সর্প ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা স্থাপন করে তাঁর রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ এইভাবে মুনির আচরণের উচিত প্রত্যাচরণ করলেন, যদিও পূর্বে তিনি কখনও এই প্রকার নির্বোধ আচরণ করেননি। ভগবানের ইচ্ছায়, রাজা যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সামনে একটি মৃত সর্প দেখতে পেয়ে তিনি মনে মনে বিচার করেছিলেন যে, যে ঋষি তাঁকে এইভাবে উপেক্ষা করলেন, তাঁর পক্ষে একটি মৃত সর্পের মালাই হবে একটি উপযুক্ত পুরস্কার। সাধারণ মানুষের পক্ষে একজন ব্রহ্মর্ষির প্রতি এই প্রকার আচরণ ছিল অবশ্যই অভূতপূর্ব। আমাদের বুঝতে হবে যে, ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে তা হয়েছিল।

শ্লোক ৩১

এষ কিং নিভৃতাশেষকরণো মীলিতেক্ষণঃ ।
মৃষাসমাধিরাহো স্বিৎ কিংনু স্যাৎ ক্ষত্রবন্ধুভিঃ ॥ ৩১ ॥

এষঃ—এই; **কিম্**—কি; **নিভৃতাশেষ**—ধ্যানস্থ অবস্থা; **করণঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **মীলিত**—নিমীলিত; **ঈক্ষণঃ**—চক্ষু; **মৃষা**—মিথ্যা; **সমাধি**—সমাধি; **আহো**—থাকে; **স্বিৎ**—তাই যদি হয়; **কিম্**—হয়তো; **নু**—কিন্তু; **স্যাৎ**—হতে পারে; **ক্ষত্র-বন্ধুভিঃ**—অযোগ্য ক্ষত্রিয়ের দ্বারা।

অনুবাদ

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, সেই ঋষি কি সত্যি সত্যি তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ একাগ্র করে নিমীলিত নেত্রে ধ্যান করছিলেন, নাকি, একজন ক্ষত্রবন্ধুকে অভ্যর্থনা না করার জন্য সমাধিমগ্ন হওয়ার ভান করছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর নিজের কার্যকলাপের অনুমোদন করেননি, এবং তাই তিনি মনে মনে ভাবছিলেন যে, সেই ঋষি কি প্রকৃতই ধ্যানস্থ ছিলেন, না, নিম্ন বর্ণের ক্ষত্রিয় রাজাকে অভ্যর্থনা না করার জন্য ধ্যান করার ভান করছিলেন।

সৎ ব্যক্তির মন কোন ভুল করা মাত্রই অনুতপ্ত হয়। রাজা যে তাঁর পূর্বকৃত পাপ কর্মের ফলে এইভাবে আচরণ করেছিলেন, তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এবং শ্রীল জীব গোস্বামী স্বীকার করেননি। তাঁকে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবান এই আয়োজন করেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে এই পরিকল্পনা হয়েছিল, এবং তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই এই প্রকার নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। সেই পরিকল্পনাটি ছিল যে, তাঁর ভ্রান্ত আচরণের ফলে রাজা কলির দ্বারা প্রভাবিত এক অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বালকের দ্বারা অভিশপ্ত হবেন, এবং তার ফলে রাজা তাঁর গৃহ এবং গৃহসম্বন্ধীয় সব কিছু চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করবেন। তখন তাঁর সঙ্গে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর যোগাযোগ হবে এবং ফলে গ্রন্থরূপী ভগবানের অবতার *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে প্রকাশিত হবেন।

গ্রন্থরূপী ভগবানের এই অবতার, ব্রজভূমির গোপবালিকাদের সঙ্গে ভগবানের রাসলীলা আদি বহু অপ্রাকৃত লীলার অতি চমৎকার সংবাদ প্রদান করে। ভগবানের এই বিশেষ লীলাটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, কারণ কেউ যখন যথাযথভাবে ভগবানের এই লীলার বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন তিনি জড় কামভাব থেকে মুক্ত হয়ে পরম মহিমান্বিত ভগবদ্ভক্তির মার্গে অধিষ্ঠিত হতে পারেন।

শুদ্ধ ভক্তের জাগতিক নৈরাশ্য তাঁকে অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত করার উপায় মাত্র। অর্জুন প্রমুখ পাণ্ডবদের যে দুর্যোধন প্রমুখ জ্ঞাতিবর্গের ষড়যন্ত্রের প্রভাবে লাঞ্ছিত ও দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত হতে হয়েছিল, তা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা করার জন্য ভগবানের আয়োজন। ভগবান তাঁর শব্দরূপী প্রতিনিধি *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* অবতরণ করানোর জন্য সেই আয়োজন করেছিলেন।

তেমনই মহারাজ পরীক্ষিতকে একটি সমস্যাপূর্ণ পরিবেশে স্থাপন করে ভগবান তাঁর ইচ্ছায় *শ্রীমদ্ভাগবতকে* অবতরণ করিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় কাতর হওয়া ছিল অভিনয় মাত্র, কেননা তিনি তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেও আরও অনেক দুঃখ সহ্য করেছিলেন। অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের প্রচণ্ড তাপে পর্যন্ত তিনি বিচলিত হননি। মহারাজ পরীক্ষিতের এই বিষাদপূর্ণ অবস্থা অবশ্যই অভূতপূর্ব ছিল। মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ভক্তেরা এই ধরনের বিপদ ভগবানের কৃপায় অনায়াসে সহ্য করতে পারেন, এবং তাঁরা কখনও বিচলিত হন না। অতএব এই প্রসঙ্গে এই পরিস্থিতি ভগবান কর্তৃকই পরিচালিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩২

তস্য পুত্রোঽতিতেজস্বী বিহরন্ বালকোঽর্ভকৈঃ ।
রাজ্ঞাঘং প্রাপিতং তাতং শ্রুত্বা তত্রেদমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥

তস্য—তাঁর (সেই ঋষির); **পুত্রঃ**—পুত্র; **অতি**—অত্যন্ত; **তেজস্বী**—শক্তিশালী; **বিহরন্**—খেলা করার সময়; **বালকঃ**—বালকদের সঙ্গে; **অর্ভকৈঃ**—যারা সকলেই ছিল শিশু; **রাজ্ঞা**—রাজা কর্তৃক; **অঘম্**—বিপত্তি; **প্রাপিতম্**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **তাতম্**—পিতা; **শ্রুত্বা**—শুনে; **তত্র**—তৎক্ষণাৎ; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

সেই মুনির একটি পুত্র ছিল, সে ব্রাহ্মণপুত্র হওয়ার ফলে অত্যন্ত শক্তিমান ছিল। সে যখন অন্য বালকদের সঙ্গে খেলা করছিল, তখন সে জানতে পারে রাজা কিভাবে তাঁর পিতাকে লাঞ্ছিত করেছে। তৎক্ষণাৎ সেই বালক এই কথাগুলি বলে।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের সুন্দর শাসন ব্যবস্থার ফলে একটি শিশুবালক পর্যন্ত, যে তখন অন্য অনভিজ্ঞ বালকদের সঙ্গে খেলা করত, একজন যোগ্য ব্রাহ্মণের মতো তেজস্বী হতে পেরেছিল। সেই বালকটির নাম ছিল শৃঙ্গী, এবং সে তাঁর পিতার কাছে খুব ভালভাবে ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা পেয়েছিল, যার ফলে সে সেই বয়সেই একজন ব্রাহ্মণের মতো তেজস্বী হয়েছিল।

কিন্তু কলি তখন জীবনের চতুরাশ্রমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনষ্ট করার সুযোগ খুঁজছিল এবং সেই অনভিজ্ঞ বালকটি কলিকে তখন বৈদিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছিল। কলির প্রভাবে সেই ব্রাহ্মণ বালকটির থেকে নিম্ন বর্ণের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তার ফলে দিনে দিনে সাংস্কৃতিক জীবন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। ব্রাহ্মণের অন্যায় আচরণের প্রথম শিকার হয়েছিলেন পরীক্ষিৎ মহারাজ, এবং তার ফলে কলির আক্রমণ থেকে রাজার প্রদত্ত সংরক্ষণ শিথিল হয়ে পড়ে।

শ্লোক ৩৩

অহো অধর্মঃ পালানাং পীবাং বলিভুজামিব ।
স্বামিন্যঘং যদ্দাসানাং দ্বারপানাং শুনামিব ॥ ৩৩ ॥

অহো—দেখ; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **পালানাম্**—শাসকদের; **পীবাম্**—যারা পুষ্ট হয়েছে; **বলিভুজামিব**—কাকের মতো; **স্বামিনি**—প্রভুকে; **অঘম্**—পাপ; **যৎ**—যা; **দাসানাম্**—ভৃত্যদের; **দ্বারপানাম্**—দ্বারপালদের; **শুনাম্**—কুকুরদের; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

(ব্রাহ্মণবালক শৃঙ্গী বলল) দেখ! শাসকেরা কি রকম পাপ আচরণপরায়ণ হয়েছে। কাক এবং দ্বাররক্ষক কুকুরের সঙ্গে যাদের তুলনা হতে পারে, আজ কি না তারাই প্রভুর প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে!

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণদের সমাজরূপী শরীরের মস্তক এবং মস্তিষ্ক বলে মনে করা হয়, আর ক্ষত্রিয়রা হচ্ছেন সমাজরূপী শরীরের বাহু। শরীরকে সব রকম আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাহুর প্রয়োজন, কিন্তু বাহুকে অবশ্যই মস্তকের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করতে হয়। ভগবানের পরম নির্দেশনায় এইটি একটি স্বাভাবিক আয়োজন, এবং *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারটি বর্ণ গুণ এবং কর্ম অনুসারে বিভক্ত করা হয়েছে।

সুযোগ্য ব্রাহ্মণ পিতার নির্দেশনায় ব্রাহ্মণ-পুত্রের স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ হওয়ার খুব ভাল সুযোগ থাকে, ঠিক যেমন একজন চিকিৎসকের পুত্রের চিকিৎসক হওয়ার খুব ভাল সম্ভাবনা থাকে। এই প্রকার বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। পিতার বৃত্তি অনুসারে পুত্রের ব্রাহ্মণ অথবা চিকিৎসক হওয়ার খুব ভাল সম্ভাবনা থাকে। সমস্ত শাস্ত্রে এবং সমাজ ব্যবস্থায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, উপযুক্ত গুণাবলী অর্জন না করলে ব্রাহ্মণ অথবা চিকিৎসক হওয়া যায় না।

এখানে শৃঙ্গী, একজন মহান্ ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন পুত্র, তার জন্ম এবং শিক্ষা অনুসারে ব্রাহ্মণোচিত তেজ লাভ করেছিল, কিন্তু একজন অনভিজ্ঞ বালক হওয়ার ফলে তাঁর সংস্কৃতির অভাব ছিল। কলির প্রভাবে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রহ্মতেজের গর্বে গর্বিত হয়ে অন্যায়ভাবে পরীক্ষিৎ মহারাজকে কাকের সঙ্গে এবং দ্বাররক্ষক কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছিল। রাজা অবশ্যই রাষ্ট্রের দ্বাররক্ষক কুকুরের মতো, কেননা তিনি শত্রুর আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য সতর্ক দৃষ্টিতে সীমানা পাহারা দেন, কিন্তু তা বলে তাকে একটি কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা সংস্কৃতির অভাবের পরিচায়ক।

এইভাবে সংস্কৃতির বিচার না করে জন্মের উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ব্রাহ্মণ্য শক্তির অবক্ষয় শুরু হয়। ব্রাহ্মণদের অধঃপতন শুরু হয় কলিযুগে, এবং ব্রাহ্মণেরা যেহেতু সমাজের মস্তক স্বরূপ, তাই সমাজের অন্য সমস্ত বর্ণেরও তার ফলে অধঃপতন শুরু হয়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এই অধঃপতনের সূত্রপাত শৃঙ্গীর পিতা শমীক ঋষির গভীর অনুতাপের কারণ হয়েছিল, যা আমরা এখানে দেখতে পাব।

শ্লোক ৩৪

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রবন্ধুর্হি গৃহপালো নিরূপিতঃ ।
স কথং তদ্‌গৃহে দ্বাঃস্থঃ সভাণ্ডং ভোক্তুমর্হতি ॥ ৩৪ ॥

ব্রাহ্মণৈঃ—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **ক্ষত্রবন্ধুঃ**—ক্ষত্রিয়ের পুত্র; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **গৃহ-পালঃ**—দ্বাররক্ষক কুকুর; **নিরূপিতঃ**—সম্বোধিত; **সঃ**—সে; **কথম্**—কিভাবে; **তৎ-গৃহে**—তার প্রভুর গৃহে; **দ্বাঃস্থঃ**—দ্বারপাল; **সভাণ্ডম্**—সেই পাত্র থেকে; **ভোক্তুম্**—খাওয়ার; **অর্হতি**—যোগ্য হয়।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রবন্ধুদের গৃহরক্ষক কুকুর বলেই নিরূপিত করেছে। তারা অবশ্যই দ্বারদেশে থাকবে। আজ তারা কিসের ভিত্তিতে গৃহে প্রবেশ করে প্রভুর সঙ্গে এক পাত্রে ভোজন করার সাহস পায়?

তাৎপর্য

সেই অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বালক অবশ্যই জানত যে, রাজা তার পিতার কাছে জল চেয়েছিলেন এবং তার পিতা কোন উত্তর দেননি। সে তার পিতার আতিথেয়তার অভাবের ত্রুটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিল অসভ্য বালকোচিত অশিষ্ট ভাষায়। রাজাকে যে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করা হয়নি, সেজন্য তার কোন রকম অনুশোচনা হয়নি। পক্ষান্তরে, সে ঠিক একজন কলিযুগের ব্রাহ্মণের মতো তার অন্যায় আচরণের বৈধতা প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল। সে রাজাকে একজন দ্বাররক্ষক কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছিল এবং প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল যে, রাজার পক্ষে ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করে তার পাত্র থেকে জল পান করতে চাওয়া অন্যায় আচরণ।

কুকুরকে অবশ্যই তার প্রভু পালন করেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কুকুর তার প্রভুর পাত্র থেকে আহার এবং পান করবে। এই মিথ্যা অহঙ্কারের মনোভাব আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার অধঃপতনের কারণ, এবং আমরা দেখতে পাই যে, তার সূচনা হয়েছিল অনভিজ্ঞ ব্রহ্মবন্ধুদের দ্বারা।

একটি কুকুর যেমন প্রভুর দ্বারা প্রতিপালিত হলেও তার প্রভুর গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না, তেমনই শৃঙ্গীর মতে, মহারাজ পরীক্ষিতের শমীক ঋষির গৃহে প্রবেশ করার কোন অধিকার ছিল না। এই বালকের মতে, রাজাই অন্যায় আচরণ করেছিলেন, তার পিতা করেননি, এবং এইভাবে সে তার মৌন পিতার আচরণ ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল।

শ্লোক ৩৫

কৃষ্ণে গতে ভগবতি শান্তর্য্যুৎপথগামিনাম্ ।
তদ্ভিন্নসেতূনদ্যাহং শাস্মি পশ্যত মে বলম্ ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **গতে**—এই জগৎ থেকে প্রস্থান করার ফলে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **শান্তরি**—পরম শাসক; **উৎপথগামিনাম্**—উচ্ছৃঙ্খলদের; **তদ্ভিন্ন**—বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে; **সেতূন্**—রক্ষক; **অদ্য**—আজ; **অহম্**—আমি; **শাস্মি**—দণ্ডদান করব; **পশ্যত**—দেখ; **মে**—আমার; **বলম্**—পরাক্রম।

অনুবাদ

সকলের পরম শাসক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করেছেন বলে এই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল লোকেরা তাদের প্রভাব বিস্তার করছে। তাই আমি তাদের দণ্ডদান করছি। তোমরা আমার শক্তি দেখ।

তাৎপর্য

ক্ষুদ্র ব্রহ্মতেজের প্রভাবে মদমত্ত সেই অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে পূর্ব উল্লিখিত চারটি স্থানে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থায় কলি তাঁর রাজ্যে থাকবার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পায়নি, তাই কলি তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ খুঁজছিল এবং ভগবানের কৃপায় সে সেই অনভিজ্ঞ অহঙ্কারে মত্ত ব্রহ্মবন্ধুর মধ্যে একটি ছিদ্র খুঁজে পেয়েছিল। সেই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ তার ধ্বংসকারী শক্তি প্রদর্শন করতে চেয়েছিল, এবং সে মহারাজ পরীক্ষিতের মতো একজন মহান রাজাকে দণ্ডদান করার দুঃসাহস করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের পর সে তাঁর স্থান অধিকার করতে চেয়েছিল। কলির দ্বারা প্রভাবিত যে সমস্ত উৎপথগামী মানুষ শ্রীকৃষ্ণের স্থান অধিকার করতে চায়, তারাই এই প্রকার আচরণ করে। অল্প শক্তি লাভের ফলে মদমত্ত হয়ে তারা ভগবানের অবতার সাজতে চায়। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের পর বহু প্রতারক অবতার সাজার চেষ্টা করেছে, এবং তারা মিথ্যা প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য নির্বোধ জনসাধারণকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করছে। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণবালক শৃঙ্গীর মাধ্যমে কলি এই পৃথিবীর উপর তার আধিপত্য বিস্তার করার সুযোগ পেয়েছিল।

শ্লোক ৩৬

ইত্যুক্ত্বা রোষতাম্রাক্ষো বয়স্যানৃষিবালকঃ ।
কৌশিক্যাপ উপস্পৃশ্য বাগ্বজ্রং বিসসর্জ হ ॥ ৩৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **রোষ-তাম্র-অক্ষঃ**—ক্রোধে আরক্ত নয়ন; **বয়স্যান্**—তার খেলার সাথীদের; **ঋষি-বালকঃ**—ঋষিপুত্র; **কৌশিকী**—কৌশিকী নদী; **আপ**—জল; **উপস্পৃশ্য**—স্পর্শ করে; **বাক্**—বাক্য; **বজ্রম্**—বজ্র; **বিসসর্জ**—ফেলেছিল; **হ**—অতীতকালসূচক শব্দ।

অনুবাদ

ঋষিবালক শৃঙ্গীর চক্ষুদ্বয় ক্রোধে আরক্ত হয়েছিল, সে তার খেলার সাথীদের সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে বলতে কৌশিকী নদীর জলে আচমন করে বজ্রোপম বাক্য উচ্চারণ করল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে, যে পরিস্থিতিতে মহারাজ পরীক্ষিৎ অভিশপ্ত হয়েছিলেন, সেটি ছিল অত্যন্ত শিশুসুলভ একটি পরিস্থিতি। শৃঙ্গী তার খেলার সাথীদের কাছে তার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করছিল, যারা ছিল নিতান্তই নির্বোধ। যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ তাকে সমগ্র মানব সমাজের এই বিরাট ক্ষতি করা থেকে নিরস্ত করত। তার ব্রহ্মতেজ প্রদর্শন করার জন্য এক অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণবালক পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো একজন আদর্শ রাজাকে হত্যা করে এক মস্ত বড় ভুল করেছিল।

শ্লোক ৩৭

ইতি লঙ্ঘিতমর্যাদং তক্ষকঃ সপ্তমেঽহনি ।
দঙ্ক্ষ্যতি স্ম কুলাঙ্গারং চোদিতো মে ততদ্রুহম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **লঙ্ঘিত**—লঙ্ঘন করার ফলে; **মর্যাদম্**—শিষ্টাচার; **তক্ষকঃ**—তক্ষক সর্প; **সপ্তমে**—সপ্তম; **অহনি**—দিনে; **দংক্ষ্যতি**—দংশন করবে; **স্ম**—নিশ্চিতভাবে; **কুলাঙ্গারম্**—বংশের মর্যাদা বিনাশকারী; **চোদিতঃ**—করার ফলে; **মে**—আমার; **ততদ্রুহম্**—পিতার প্রতি শত্রুতা।

অনুবাদ

সেই ব্রাহ্মণের পুত্র রাজাকে অভিশাপ দিল—"যে কুলাঙ্গার মর্যাদা লঙ্ঘন করে আমার পিতাকে এইভাবে অবমাননা করেছে, আমার আদেশক্রমে তক্ষক সর্প সপ্তম দিনে তাঁকে দংশন করবে।"

তাৎপর্য

এইভাবে ব্রাহ্মণ্য শক্তির অপচয় শুরু হয়, এবং ধীরে ধীরে কলিযুগের ব্রাহ্মণেরা তাদের ব্রহ্মতেজ এবং সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলে। ব্রাহ্মণবালকটি মহারাজ পরীক্ষিতকে কুলাঙ্গার বলে অভিহিত করেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ব্রাহ্মণবালকটি নিজেই ছিল কুলাঙ্গার, কেননা তার জন্যই ব্রাহ্মণ সমাজ বিষদাঁত ভাঙা সাপের মতো শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। সাপের যতক্ষণ বিষদাঁত থাকে ততক্ষণই কেবল সে ভীতিজনক, তা না হলে কেবল শিশুরাই কেবল তাকে ভয় করে।

কলি প্রথমে ব্রাহ্মণবালকটিকে জয় করেছিল, এবং ধীরে ধীরে সে অন্যান্য বর্ণগুলিও জয় করে। তার ফলে আজ সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত বর্ণ-ধর্মের ব্যবস্থা এক দূষিত জাতিভেদ প্রথার রূপ নিয়েছে, যা কলিযুগের প্রভাবে প্রভাবান্বিত আর এক শ্রেণীর মানুষদের দ্বারা উৎপাটিত হচ্ছে। মানুষের কর্তব্য এই কলুষের মূল কারণ খুঁজে দেখা এবং এই ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্য না জেনে তার নিন্দা না করা।

শ্লোক ৩৮

ততোঽভ্যেত্যাশ্রমং বালো গলে সর্পকলেবরম্ ।
পিতরং বীক্ষ্য দুঃখার্তো মুক্তকণ্ঠো রুরোদ হ ॥ ৩৮ ॥

ততঃ—তার পর; **অভ্যেত্য**—প্রবেশ করে; **আশ্রমম্**—আশ্রমে; **বালঃ**—বালক; **গলে সর্প**—যার গলদেশে সর্প; **কলেবরম্**—শরীর; **পিতরম্**—পিতাকে; **বীক্ষ্য**—দেখে; **দুঃখার্তঃ**—দুঃখিত অবস্থায়; **মুক্তকণ্ঠঃ**—উচ্চস্বরে; **রুরোদ**—ক্রন্দন করেছিল; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

ঋষিকুমার এই বলে আশ্রমে প্রত্যাগমন করল এবং তাঁর পিতার গলদেশে মৃত সর্প দেখে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগল।

তাৎপর্য

সেই বালক একটি মস্ত বড় ভুল করার জন্য অন্তরে দুঃখ অনুভব করেছিল; এবং সে ক্রন্দন করে তার হৃদয়ের সেই ভার লাঘব করার চেষ্টা করেছিল। তাই আশ্রমে প্রবেশ করে তার পিতাকে সেই অবস্থায় দেখে সে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল যাতে সেই ভার লাঘব হয়। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তার পিতা সেই ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হয়ে গভীরভাবে অনুতাপ প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯

স বা আঙ্গিরসো ব্রহ্মন্ শ্রুত্বা সুতবিলাপনম্ ।
উন্মীল্যশনকৈর্নেত্রে দৃষ্ট্বা চাংশে মৃতোরগম্ ॥ ৩৯ ॥

সঃ—তিনি; **বৈ**—ও; **আঙ্গিরসঃ**—অঙ্গিরার বংশোদ্ভূত ঋষি; **ব্রহ্মন্**—হে শৌনক; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **সুত**—তাঁর পুত্র; **বিলাপনম্**—দুঃখজনিত ক্রন্দন; **উন্মীল্য**—খুলে; **শনকৈ**—ধীরে ধীরে; **নেত্রে**—নেত্র দ্বারা; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **চ**—ও; **অংসে**—স্কন্ধে; **মৃত**—মৃত; **উরগম্**—সর্প।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ! অঙ্গিরা মুনির গোত্র উদ্ভূত সেই শমীক ঋষি তাঁর পুত্রের ক্রন্দন শ্রবণ করে ধীরে ধীরে তাঁর নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করলেন এবং তাঁর গলদেশে এক মৃত সর্প দেখতে পেলেন।

শ্লোক ৪০

বিসৃজ্য তঞ্চ পপ্রচ্ছ বৎস কস্মাদ্ধি রোদিষি ।
কেন বা তেহপকৃতমিত্যুক্তঃ স ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪০ ॥

বিসৃজ্য—এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে; **তম্**—তা; **চ**—ও; **পপ্রচ্ছ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **বৎস**—হে পুত্র; **কস্মাৎ**—কি জন্য; **হি**—অবশ্যই; **রোদিষি**—ক্রন্দন করছ; **কেন**—কার দ্বারা; **বা**—অথবা; **তে**—তারা; **অপকৃতম্**—অপব্যবহার করেছে; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়েছে; **সঃ**—সেই বালক; **ন্যবদয়ৎ**—সব কিছু বলেছিল।

অনুবাদ

তিনি সেই সাপটিকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন— বৎস! কি জন্য তুমি ক্রন্দন করছ? কেউ কি তোমার অনিষ্ট করেছে? সে কথা শুনে ঋষিবালক তাঁর পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলেছিল।

তাৎপর্য

তার পিতা তাঁর গলায় জড়ানো মৃত সর্পটি সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। তিনি কেবল সেটি দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, মহারাজ পরীক্ষিতের আচরণে তেমন কোন গর্হিত অন্যায় হয়নি; কিন্তু সে মূর্খ বালকটি সেই ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিল, এবং কলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাজাকে অভিশাপ দিয়েছিল। এইভাবে সেই ইতিহাসের একটি সুখময় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছিল।

শ্লোক ৪১

নিশম্য শপ্তমতদর্হং নরেন্দ্রং
স ব্রাহ্মণো নাত্মজমভ্যনন্দৎ ।
অহো বতাংহো মহদদ্য তে কৃত-
মল্পীয়সি দ্রোহ উরুর্দমো ধৃতঃ ॥ ৪১ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **শপ্তম্**—অভিশাপ; **অতৎ-অর্হম্**—যাঁকে কখনো অভিসম্পাত করা উচিত নয়; **নরেন্দ্রম্**—রাজাকে, নরশ্রেষ্ঠকে; **সঃ**—সেই; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ ঋষি; **ন**—না; **আত্মজম্**—তাঁর পুত্রকে; **অভ্যনন্দৎ**—প্রশংসা; **অহো**—হায়; **বত**—দুঃখজনক; **অংহঃ**—পাপ; **মহৎ**—মহা; **অদ্য**—আজ; **তে**—তুমি; **কৃতম্**—করেছ; **অল্পীয়সি**—নগণ্য; **দ্রোহে**—অপরাধে; **উরু**—মহা; **দমঃ**—দণ্ড; **ধৃতঃ**—দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ

তাঁর পুত্র অভিসম্পাতের অনুপযুক্ত সেই মহারাজ পরীক্ষিতকে শাপ দিয়েছে শুনে সেই ব্রাহ্মণ শমীক ঋষি তাঁর পুত্রকে প্রশংসা করলেন না। পক্ষান্তরে, তিনি পুত্রকে বললেন, আহা কী দুঃখের বিষয়! তুমি মহা পাপ করেছ। তুমি লঘু অপরাধে গুরুতর দণ্ড প্রদান করেছ।

তাৎপর্য

রাজা হচ্ছেন নরশ্রেষ্ঠ। তিনি ভগবানের প্রতিনিধি, এবং কখনও তাঁকে অভিসম্পাত করা উচিত নয়। অর্থাৎ, রাজা কখনও অন্যায় আচরণ করেন না। রাজা অপরাধী ব্রাহ্মণ-সন্তানকে ফাঁসি দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন, কিন্তু তার ফলে তাঁর ব্রহ্ম-হত্যাজনিত পাপ হয় না। রাজা কখনও কোন অন্যায় করলেও তাঁকে অভিসম্পাত করা উচিত নয়। ভুল চিকিৎসার ফলে যদি কোন রোগীর মৃত্যু হয়, সেজন্য কখনো চিকিৎসককে হত্যাজনিত অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না।

অতএব পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো একজন সৎ ও পুণ্যবান রাজার কি কথা? বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় রাজারা রাজর্ষি হওয়ার শিক্ষা লাভ করতেন। অর্থাৎ, রাজ্য শাসন করা সত্ত্বেও তাঁরা ছিলেন মহা ঋষিসদৃশ। রাজার সুন্দর শাসন ব্যবস্থার ফলে প্রজারা নির্ভয়ে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

রাজর্ষিরা তাঁদের রাজ্য এত সুন্দরভাবে এবং পবিত্রভাবে পরিচালনা করতেন যে, প্রজারা তাঁদের ভগবানের মতো সম্মান করতেন। সেইটি বেদের নির্দেশ। রাজাকে বলা হয় নরেন্দ্র, অর্থাৎ, সমস্ত মানুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তা হলে পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো একজন আদর্শ রাজা কেমন করে সুযোগ্য ব্রাহ্মণের মতো শক্তিসম্পন্ন এক অনভিজ্ঞ দাম্ভিক ব্রাহ্মণ-বালকের দ্বারা অভিশপ্ত হলেন?

যেহেতু শমীক ঋষি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ সদ্ ব্রাহ্মণ, তাই তিনি তাঁর অধম পুত্রের কার্য সমর্থন করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর পুত্রের আচরণে শোক প্রকাশ করেছিলেন। সাধারণ নিয়ম অনুসারে রাজা অভিসম্পাতের অতীত, আর মহারাজ পরীক্ষিতের মতো একজন সৎ রাজার কি কথা! মহারাজের অপরাধ ছিল অত্যন্ত নগণ্য এবং সেজন্য তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা শৃঙ্গীর পক্ষে অবশ্যই এক মহা পাপ হয়েছিল। তাই শমীক ঋষি সেজন্য গভীরভাবে অনুতাপ করেছিলেন।

শ্লোক ৪২

ন বৈ নৃভির্নরদেবং পরাখ্যং
সম্মাতুমর্হস্যবিপক্কবুদ্ধে ।
যত্তেজসা দুর্বিষহেণ গুপ্তা
বিন্দন্তি ভদ্রাণ্যকুতোভয়াঃ প্রজাঃ ॥ ৪২ ॥

ন—কখনোই না; **বৈ**—সত্য সত্য; **নৃভিঃ**—কোন মানুষের দ্বারা; **নরদেবম্**—নরদেবতাকে; **পরাখ্যম্**—দিব্য; **সম্মাতুম্**—সমপর্যায়ভুক্ত করা; **অর্হসি**—পরাক্রমের

দ্বারা; **অবিপক্ক**—অপক্ক বা অপরিণত; **বুদ্ধে**—বুদ্ধি; **যৎ**—যার; **তেজসা**—তেজের দ্বারা; **দুর্বিষহেণ**—অলঙ্ঘনীয়; **গুপ্তা**—সুরক্ষিত; **বিন্দতি**—ভোগ করেন; **ভদ্রানি**—সমগ্র সমৃদ্ধি; **অকুতোভয়াঃ**—সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হয়ে, নির্ভয়ে; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ।

অনুবাদ

হে বৎস! তোমার বুদ্ধি অপরিণত, এবং তাই যে রাজা নরশ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুতুল্য বলে বিদিত, যাঁর দুর্বিষহ তেজের প্রভাবে সমস্ত প্রজারা সুরক্ষিত হয়ে নির্ভয়ে সুখৈশ্বর্য ভোগ করে, তাঁকে সাধারণ মানুষের সমতুল্য বলে মনে করা তোমার উচিত হয়নি।

শ্লোক ৪৩

অলক্ষ্যমাণে নরদেবনাম্নি
রথাঙ্গপাণাবয়মঙ্গ লোকঃ ।
তদা হি চৌরপ্রচুরো বিনঙ্ক্ষ্য-
ত্যরক্ষ্যমাণোঽবিবরূথবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৪৩ ॥

অলক্ষ্যমাণে—অন্তর্হিত হলে; **নরদেব**—নৃপ; **নাম্নি**—নামক; **রথাঙ্গপাণৌ**—ভগবানের প্রতিনিধি; **অয়ম্**—এই; **অঙ্গ**—হে বৎস; **লোকঃ**—এই পৃথিবী; **তদা হি**—তৎক্ষণাৎ; **চৌর**—চোর; **প্রচুরঃ**—বহু; **বিনঙ্ক্ষ্যতি**—বিনাশপ্রাপ্ত হবে; **অরক্ষ্যমাণঃ**—সুরক্ষিত না হয়ে; **অবিবরূথবৎ**—মেষদের মতো; **ক্ষণাৎ**—শীঘ্রই।

অনুবাদ

হে বৎস, চক্রধারী শ্রীভগবানের প্রতিনিধি হচ্ছেন রাজা। সেই রাজা অন্তর্হিত হলে এই পৃথিবীতে প্রচুর চোরের প্রাদুর্ভাব হবে এবং প্রজারা রক্ষকবিহীন মেষপালের মতো মুহূর্তের মধ্যে বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করে। রাজাকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি বলা হয় কারণ তাঁকে প্রজাপালনরূপ ভগবানের গুণাবলী অর্জন করার শিক্ষা লাভ করতে হয়।

ভগবান কর্তৃক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আয়োজিত হয়েছিল ভগবানের প্রকৃত প্রতিনিধি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য। সামরিক তেজে তেজস্বী

রাজা যখন যথাযথভাবে সংস্কৃতি এবং ভগবদ্ভক্তির শিক্ষায় শিক্ষিত হন, তখন তিনি একজন আদর্শ রাজা হন। শিক্ষাহীন এবং দায়িত্বহীন তথাকথিত প্রজাতন্ত্র থেকে নিজতন্ত্র অনেক ভাল। আধুনিক যুগে প্রজাতন্ত্রে চোর এবং দুর্বৃত্তরা নেতৃত্বের আসনে নির্বাচিত হওয়ার চেষ্টা করছে, এবং যে সমস্ত চোর এবং দুর্বৃত্তরা সফল হচ্ছে, তারা জনসাধারণের যথা সর্বস্ব আত্মসাৎ করছে। একজন সুশিক্ষিত সম্রাট শত শত নিষ্কর্মা দুর্বৃত্ত মন্ত্রীদের থেকে অনেক ভাল, এবং এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহারাজ পরীক্ষিতের মতো রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের ফলে জনসাধারণ কলির অজস্র আক্রমণের শিকার হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের মহিমা যতই ঘোষণা করা হোক, তার ফলে জনসাধারণ কখনও সুখী হয় না। রাজাহীন এই প্রকার শাসন ব্যবস্থার কুফল পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৪৪

তদদ্য নঃ পাপমুপৈত্যনন্বয়ং
যন্নষ্টনাথস্য বসোর্বিলুম্পকাৎ ।
পরস্পরং ঘ্নন্তি শপন্তি বৃঞ্জতে
পশূন্ স্ত্রিয়োঽর্থান্ পুরুদস্যবো জনাঃ ॥ ৪৪ ॥

তৎ—সেই কারণে; **অদ্য**—আজ থেকে; **নঃ**—আমাদের; **পাপম্**—পাপের ফল; **উপৈতি**—অধিকার করবে; **অনন্বয়ম্**—সঙ্কট; **যৎ**—কেননা; **নষ্ট**—বিনষ্ট; **নাথস্য**—রাজার; **বসোঃ**—সম্পত্তির; **বিলুম্পকাৎ**—গর্হিত হওয়ার ফলে; **পরস্পরম্**—একে অপরকে; **ঘ্নন্তি**—হত্যা করবে; **শপন্তি**—হানি সাধন করবে; **বৃঞ্জতে**—অপহরণ করবে; **পশূন্**—পশুদের; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীলোকদের; **অর্থান্**—ধন-সম্পত্তি; **পুরু**—অধিক; **দস্যবঃ**—দস্যুরা; **জনাঃ**—জনসাধারণ।

অনুবাদ

রাজতন্ত্রের সমাপ্তির ফলে এবং দস্যু এবং দুর্বৃত্ত কর্তৃক জনসাধারণের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হওয়ার ফলে ভয়ঙ্কর সামাজিক সঙ্কট দেখা দেবে। মানুষ পরস্পরকে বিনাশ করবে এবং পশু, স্ত্রী ও ধন অপহরণ করবে। আর এই সমস্ত পাপের জন্য আমরা দায়ী হব।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *নঃ* (আমরা) শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শমীক ঋষি রাজতন্ত্রের বিনাশ সাধনের জন্য এবং জনসাধারণ এবং রাষ্ট্রে ধন অপহরণকারী তথাকথিত প্রজাতান্ত্রিকদের নেতৃত্বের আসন অধিকার করার সুযোগ দেওয়ার জন্য সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজকে যথাযথভাবে দায়ী করেছেন। তথাকথিত গণতন্ত্রবাদীরা জনসাধারণের সমৃদ্ধি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ না করে নেতৃত্বের পদ অধিকার করে। সকলেই এই পদ অধিকার করে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং তার ফলে একজন রাজার পরিবর্তে বহু দায়িত্বহীন শাসক উৎপন্ন হয় জনসাধারণকে শোষণ করার জন্য। ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, রাজতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে মানুষ পরস্পরের ধন-সম্পদ, পশু, স্ত্রী ইত্যাদি অপরহণ করতে শুরু করবে এবং তার ফলে সর্বত্রই প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

শ্লোক ৪৫

তদার্যধর্মঃ প্রবিলীয়তে নৃণাং
বর্ণাশ্রমাচারযুতস্ত্রয়ীময়ঃ ।
ততোঽর্থকামাভিনিবেশিতাত্মনাং
শুনাং কপীনামিব বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪৫ ॥

তদা—তখন; **আর্য**—প্রগতিশীল সভ্যতা; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **প্রবিলীয়তে**—পরিকল্পিতভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে; **নৃণাম্**—মানুষদের; **বর্ণ**—বর্ণ; **আশ্রম**—আশ্রম; **আচার-যুতঃ**—শিষ্টাচারের দ্বারা গঠিত; **ত্রয়ীময়ঃ**—বৈদিক নির্দেশ অনুসারে; **ততঃ**—তারপর; **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **কাম-অভিনিবেশিত**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে সম্পূর্ণ মগ্ন; **আত্মনাম্**—মানুষদের; **শুনাম্**—কুকুরদের মতো; **ইব**—এইভাবে; **বর্ণসঙ্করঃ**—অবাঞ্ছিত সন্তান-সন্ততি।

অনুবাদ

তখন মানুষ বেদ বিহিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রগতিশীল সভ্যতা থেকে বিচ্যুত হবে। তার ফলে তারা কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টাতেই মগ্ন থাকবে, এবং তার ফলে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হবে এবং তারা কুকুর এবং বানরের মতো সন্তানসন্ততি উৎপাদন করবে।

তাৎপর্য

এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, রাজতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে জনসাধারণ কুকুর এবং বানরের মতো অবাঞ্ছিত প্রজায় পর্যবসিত হবে। বানর যেমন অত্যন্ত কামুক এবং কুকুর যেমন সম্ভোগের ব্যাপারে একেবারে নির্লজ্জ, বর্ণসঙ্করের ফলে উৎপন্ন মানুষেরা বৈদিক সদাচার বিমুখ হয়ে এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে, বানর এবং কুকুরের মতো কামুক ও নির্লজ্জ হয়ে উঠবে।

বৈদিক জীবনধারা আর্যদের প্রগতিশীল সভ্যতা। বৈদিক সভ্যতায় আর্যরা প্রগতিশীল। বৈদিক সভ্যতার চরম লক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই এবং ব্যাধি নেই। বৈদিক সভ্যতা সকলকে নির্দেশ দিচ্ছে জড় জগতের অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন না থেকে জ্যোতির্ময় চিজ্জগতে ফিরে যাওয়ার জন্য।

ভগবান এবং তাঁর প্রতিনিধি মহান ঋষিরা গুণ এবং কর্মের ভিত্তিতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম সৃষ্টি করেছেন। এই সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজ ব্যবস্থা জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় বিষয়েই সর্বপ্রকার উপদেশ প্রদান করে। বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় কোন মানুষকে বানর অথবা কুকুরের মতো আচরণ করতে দেওয়া হয় না। ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধন এবং অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন ভিত্তিক অধঃপতিত সভ্যতা হচ্ছে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে, জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণের দ্বারা গঠিত ভগবদ্ বিহীন অথবা রাজা বিহীন শাসন ব্যবস্থার পরিণতি। তাই আজকের মানুষেরা নিজেরাই ভোট দিয়ে যে অতি জঘন্য শাসন ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে, তার প্রতি তাদের ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ৪৬

ধর্মপালো নরপতিঃ স তু সম্রাড়্বৃহচ্ছ্রবাঃ ।
সাক্ষান্মহাভাগবতো রাজর্ষির্হয়মেধযাট্ ।
ক্ষুত্ত্বট্শ্রমযুতো দীনো নৈবাস্মচ্ছাপমর্হতি ॥ ৪৬ ॥

ধর্মপালঃ—ধর্মের রক্ষক; **নরপতিঃ**—রাজা; **সঃ**—তিনি; **তু**—কিন্তু; **সম্রাট**—সম্রাট; **বৃহৎ**—প্রধান; **শ্রবাঃ**—যশস্বী; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষরূপে; **মহাভাগবতঃ**—অতি উচ্চস্তরের ভগবদ্ভক্ত; **রাজর্ষি**—ঋষিসদৃশ রাজা; **হয়মেধয়াৎ**—অশ্বমেধ যজ্ঞকারী; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **তৃৎ**—তৃষ্ণা; **শ্রময়ুতঃ**—পরিশ্রান্ত হয়ে; **দীনঃ**—কাতর; **ন**—কখনই না; **এব**—এইভাবে; **অস্মৎ**—আমাদের দ্বারা; **শাপম্**—অভিশাপ; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

ধর্মরক্ষক, মহাযশস্বী, পরম ভাগবত, অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রাজর্ষি ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে কাতর হয়ে বিপন্নভাবে আমাদের কাছে আগত সেই পরীক্ষিৎ মহারাজ কোন মতেই আমাদের অভিশাপের পাত্র নন।

তাৎপর্য

রাজপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির সাধারণ আচার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে এবং রাজা যে কখনো কোন অন্যায় করতে পারেন না এবং সেজন্য তাঁকে কখনো অভিসম্পাত করা উচিত নয়, সে কথা বিশ্লেষণ করার পর শমীক ঋষি পরীক্ষিৎ মহারাজ সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলতে চেয়েছেন। পরীক্ষিৎ মহারাজের বিশেষ গুণাবলী এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

যদি মহারাজ পরীক্ষিতকে কেবল একজন রাজারূপে গণ্য করা হয়, তা হলে তিনি ছিলেন মহা যশস্বী একজন শাসক, যিনি ধর্মের নিয়ম অনুসারে রাজ্য শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমাজের সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের কর্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৪৩)* বর্ণিত ক্ষত্রিয়ের সমস্ত গুণগুলি পরীক্ষিৎ মহারাজের মধ্যে বর্তমান ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্ত এবং স্বরূপসিদ্ধ মহাপুরুষ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং পরিশ্রমে কাতর হয়ে রাজা যখন তাদের কাছে এসেছিলেন, তখন তাঁকে অভিশাপ দেওয়া কোনমতেই সমীচীন হয়নি।

এভাবে শমীক ঋষি স্বীকার করেছিলেন যে, পরীক্ষিৎ মহারাজকে অভিশাপ দেওয়া সর্বতোভাবে অন্যায় হয়েছিল। যদিও সমস্ত ব্রাহ্মণেরা সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তথাপি সেই ব্রাহ্মণবালকের অপরিণত আচরণের ফলে সারা পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। এইভাবে শমীক ঋষি, একজন ব্রাহ্মণ, পৃথিবীর অবস্থার অধঃপতনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

অপাপেষু স্বভৃত্যেষু বালেনাপক্কবুদ্ধিনা ।
পাপং কৃতং তদ্ভগবান্ সর্বাত্মা ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৪৭ ॥

অপাপেষু—যিনি সমস্ত পাপ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত; **স্বভৃত্যেষু**—যে ব্যক্তি অধীন এবং যাকে রক্ষা করা উচিত; **বালেন**—বালকের দ্বারা; **অপক্ক**—অপরিণত;

বুদ্ধিনা—বুদ্ধির দ্বারা; **পাপম্**—পাপ কর্ম; **কৃতম্**—করা হয়েছে; **তদ্ভগবান**—তাই পরমেশ্বর ভগবান; **সর্বাত্মা**—যিনি সর্বব্যাপ্ত; **ক্ষন্তুম্**—ক্ষমা করার; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

তখন সেই ঋষি, সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন তিনি যেন তাঁর বুদ্ধিহীন অপরিণত বালকপুত্রকে ক্ষমা করেন, যে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত তাঁর মহান ভক্তকে অভিশাপ দিয়ে মহা অপরাধ করেছে।

তাৎপর্য

প্রত্যেক ব্যক্তি তার পুণ্য অথবা পাপ কর্মের জন্য দায়ী। শমীক ঋষি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পুত্র মহারাজ পরীক্ষিতকে অভিশাপ দিয়ে এক মহাপাপ করেছে, কেননা মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন একজন পুণ্যবান রাজা এবং ভগবানের একজন মহান ভক্ত হওয়ার ফলে তিনি সমস্ত পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন, অতএব ব্রাহ্মণদের তাঁকে রক্ষা করাই কর্তব্য ছিল।

ভগবদ্ভক্তের প্রতি কোনও অপরাধ করা হলে তার থেকে উদ্ধার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সমাজের নেতারূপে ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হচ্ছে আশ্রিতদের রক্ষা করা, অভিশাপ দেওয়া নয়। কখনো কখনো ব্রাহ্মণদের তাঁদের অধীনস্থ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদের প্রতি উগ্র শাপ দিতে দেখা যায়, কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের ক্ষেত্রে সে রকম শাপ দেওয়ার কোনও ভিত্তি ছিল না, যে কথা পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সেই মূর্খ বালকটি কেবল ব্রাহ্মণের পুত্র হওয়ার গর্বে গর্বিত হয়ে তা করেছিল, এবং তার ফলে সে ভগবানের আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হয়েছিল। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের চরণে যদি কেউ অপরাধ করে, তা হলে ভগবান তাকে কখনোই ক্ষমা করেন না।

তাই, মহারাজ পরীক্ষিতকে অভিশাপ দিয়ে সেই মূর্খ শৃঙ্গী কেবল এক মহা পাপই করেনি, এক মহা অপরাধও করেছিল। তাই শমীক ঋষি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কেবল পরমেশ্বর ভগবানই তাঁর পুত্রকে সেই মহা পাপ থেকে রক্ষা করতে পারেন। তাই তিনি পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে প্রার্থনা করেছিলেন, কেননা তিনি অপরিবর্তনীয় কর্মফল থেকে জীবকে উদ্ধার করতে পারেন। এই আবেদনটি করা হয়েছিল সেই মূর্খ বালকের নামে যার বুদ্ধিমত্তা ছিল সম্পূর্ণ অপরিণত।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ভগবানের ইচ্ছানুক্রমেই যখন পরীক্ষিৎ মহারাজ সেই কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন যাতে তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন, তা হলে কেন সেই ব্রাহ্মণবালককে তার অপরাধজনক কর্মের জন্য দায়ী করা হচ্ছে? তার উত্তর হচ্ছে যে, যে অপরাধটি শুধু একটি বালকের দ্বারা ঘটেছিল, যাতে সে অনায়াসে ক্ষমা লাভ করতে পারে, এবং তাই তার পিতার প্রার্থনা ভগবান শুনেছিলেন। কিন্তু যদি প্রশ্ন হয়, কলিকে এই পৃথিবীতে প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য সমস্ত ব্রাহ্মণ-সমাজকে কেন দায়ী করা হচ্ছে, তার উত্তর বরাহ পুরাণে দেওয়া হয়েছে—যে সমস্ত অসুরেরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শত্রুতা করেছিল কিন্তু ভগবানের দ্বারা নিহত হয়নি; তারা যেন কলিযুগের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য তাদের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছিল। পরম করুণাময় ভগবান তাদের পুণ্যবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছিলেন যাতে তারা মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু অসুরেরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে ব্রাহ্মণ হওয়ার গর্বে গর্বিত হয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অপব্যবহার করেছিল। তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে শমীক ঋষির পুত্র।

সমস্ত মূর্খ ব্রাহ্মণ-সন্তানদের এখানে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা তাদের পূর্ব জন্মকৃত আসুরিক বৃত্তিগুলি দমন করে রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট হন এবং মূর্খ শৃঙ্গীর মতো আচরণ না করেন। সেই মূর্খ বালকটিকে অবশ্য ভগবান ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু অন্যদের, যাদের পিতা শমীক ঋষির মতো নন, তাঁরা যদি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হওয়ার সুযোগের অপব্যবহার করেন, তা হলে তাঁদের ভয়ঙ্কর কষ্ট ভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৪৮

তিরস্কৃতা বিপ্রলব্ধাঃ শপ্তাঃ ক্ষিপ্তা হতা অপি ।
নাস্য তৎ প্রতিকুর্বন্তি তদ্ভক্তাঃ প্রভবোঽপি হি ॥ ৪৮ ॥

তিরস্কৃতাঃ—অপমানিত হয়ে; **বিপ্রলব্ধাঃ**—প্রতারিত হয়ে; **শপ্তাঃ**—অভিশপ্ত হয়ে; **ক্ষিপ্তাঃ**—উপেক্ষার ফলে বিচলিত হয়ে; **হতাঃ**—হত হওয়ার ফলে; **অপি**—ও; **ন**—কখনোই না; **অস্য**—সমস্ত কার্যের জন্য; **তৎ**—তাদের; **প্রতিকুর্বন্তি**—প্রতিকার করা; **তৎ**—ভগবানের; **ভক্তাঃ**—ভক্তগণ; **প্রভবঃ**—শক্তিশালী; **অপি**—যদিও; **হি**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

ভগবানের ভক্ত এতই সহিষ্ণু যে, যদি তাঁরা অপমানিত, প্রতারিত, অভিশপ্ত, বিচলিত, উপেক্ষিত, এমন কি নিহতও হন, তা হলেও তাঁরা কখনো প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবেন না।

তাৎপর্য

শমীক ঋষি জানতেন যে, ভগবান তাঁর ভক্তের চরণে অপরাধী ব্যক্তিদের কখনো ক্ষমা করেন না। ভগবান কেবল তাঁর ভক্তের চরণাশ্রয় গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে পারেন। তিনি মনে মনে ভেবেছিলেন যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ যদি তাঁর পুত্রকে প্রতিঅভিশাপ দেন, তা হলে তাঁকে রক্ষা করা কোন মতেই সম্ভব হবে না। কিন্তু তিনি এও জানতেন যে, একজন শুদ্ধভক্ত এই প্রকার প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। ভগবদ্ভক্ত কখনো ব্যক্তিগত অপমান, অভিশাপ, উপেক্ষা ইত্যাদির প্রতিশোধ নিতে চান না। এই সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে ভগবদ্ভক্তেরা সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ।

কিন্তু যদি ভগবান অথবা ভগবানের ভক্তের বিরুদ্ধে সেরকম কোনও আচরণ করা হয়, তখন ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে সেটি ছিল একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, এবং তাই শমীক ঋষি জানতেন যে, তিনি তাঁর প্রতিকার করার কোন রকম চেষ্টা করবেন না। তাই সেই অপরিণত বালকের হয়ে ভগবানের কাছে আবেদন করা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর ছিল না।

এমন নয় যে, কেবল ব্রাহ্মণেরাই তাঁদের অধস্তনদের অভিশাপ অথবা আশীর্বাদ দিতে পারেন; ভগবদ্ভক্তেরা ব্রাহ্মণ না হলেও ব্রাহ্মণদের থেকে অধিক শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু এই প্রকার শক্তিশালী ভক্তরা কখনো তাঁদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য তাঁদের সেই শক্তির অপচয় করেন না। ভগবদ্ভক্ত তাঁর সমস্ত শক্তি সর্বদা ভগবানের সেবায় এবং তাঁর ভক্তের সেবায় ব্যবহার করেন।

শ্লোক ৪৯

ইতি পুত্রকৃতাঘেন সোঽনুতপ্তো মহামুনিঃ ।
স্বয়ং বিপ্রকৃতো রাজ্ঞা নৈবাঘং তদচিন্তয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি—এইভাবে; **পুত্র**—পুত্র; **কৃত**—কৃত; **অঘেন**—পাপের দ্বারা; **সঃ**—তিনি (সেই মুনি); **অনুতপ্তঃ**—অনুতপ্ত হয়ে; **মহা-মুনিঃ**—মহর্ষি; **স্বয়ম্**—ব্যক্তিগতভাবে; **বিপ্রকৃতঃ**—এইভাবে অপমানিত হয়ে; **রাজ্ঞা**—রাজা কর্তৃক; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অঘম্**—পাপ; **তৎ**—তা; **অচিন্তয়ৎ**—ভেবেছিলেন।

অনুবাদ

সেই মুনিশ্রেষ্ঠ শমীক তাঁর পুত্রের অপরাধ চিন্তা করে এইভাবে অনুতাপ করতে লাগলেন, কিন্তু তিনি নিজে যে রাজার দ্বারা অপমানিত হয়েছিলেন সেই অপরাধের কথা একবারও চিন্তা করলেন না।

তাৎপর্য

এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি এখন স্পষ্ট হয়ে গেল। মহারাজ পরীক্ষিৎ যে শমীক ঋষির গলায় একটি মৃত সাপ মালার মতো পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেটি খুব একটা বড় অপরাধ ছিল না, কিন্তু রাজার প্রতি শৃঙ্গীর অভিশাপ ছিল একটি মস্ত বড় অপরাধ। সেই অপরাধটি করেছিল একটি মূর্খ বালক; তাই সে ছিল ভগবানের কাছে ক্ষমার্হ, যদিও এই প্রকার বৈষ্ণব অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব।

মহারাজ পরীক্ষিতও সেই মূর্খ ব্রাহ্মণের অভিশাপে কিছু মনে করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি সেই কঠিন অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন, এবং ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কৃপায় জীবনের পরম সাফল্য অর্জন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সেটি ছিল ভগবানেরই ইচ্ছা, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ, শমীক ঋষি এবং তাঁর পুত্র শৃঙ্গী, এঁরা সকলেই ছিলেন ভগবানের সেই ইচ্ছাকে ফলপ্রসূ করার নিমিত্ত মাত্র। তাই তাঁদের কাউকেই কোন রকম অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি, কেননা সব কিছুই সম্পাদিত হয়েছিল পরমেশ্বর ভগবানকে কেন্দ্র করে।

শ্লোক ৫০

প্রায়শঃ সাধবো লোকে পরৈর্দ্বন্দ্বেষু যোজিতাঃ ।
ন ব্যথন্তি ন হৃষ্যন্তি যত আত্মাঽগুণাশ্রয়ঃ ॥ ৫০ ॥

প্রায়শঃ—সাধারণত; **সাধবঃ**—সাধুরা; **লোকে**—এই পৃথিবীতে; **পরৈঃ**—অন্যের দ্বারা; **দ্বন্দ্বেষু**—দ্বন্দ্বে; **যোজিতাঃ**—যুক্ত হয়ে; **ন**—কখনোই না; **ব্যথন্তি**—দুঃখিত হন; **ন**—না; **হৃষ্যন্তি**—তুষ্ট হন; **যতঃ**—যেহেতু; **আত্মা**—আত্মা; **অগুণ-আশ্রয়ঃ**—গুণাতীত।

অনুবাদ

সংসারে প্রায়ই সাধুরা অন্য কর্তৃক সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হলেও তাতে বিহ্বল হন না, কেননা তাঁরা সুখ-দুঃখ আদি গুণে অনাসক্ত।

তাৎপর্য

পরমার্থবাদীরা জ্ঞানী, যোগী এবং ভগবদ্ভক্ত। জ্ঞানীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সিদ্ধিলাভ করে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া, যোগীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তর্যামী পরমাত্মাকে দর্শন করা, এবং ভগবদ্ভক্তদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। যেহেতু ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান এক এবং অদ্বিতীয় চিন্ময় তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ, তাই পরমার্থবাদীরা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত। জড় সুখ-দুঃখ প্রকৃতির গুণজাত, এবং তাই প্রকৃতির সুখ এবং দুঃখের কারণ সম্বন্ধে পরমার্থবাদীরা কখনোই কোন রকম গুরুত্ব দেন না।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন একজন ভগবদ্ভক্ত, এবং শমীক ঋষি ছিলেন একজন যোগী। তাই তাঁরা উভয়েই ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে সম্পাদিত সেই আকস্মিক ঘটনার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। আর সেই ক্রীড়ারত শিশুটি ছিল ভগবানের ইচ্ছা ফলপ্রসূ করার একটি নিমিত্তমাত্র।

ইতি "মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণবালকের দ্বারা অভিশপ্ত" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টাদশ অধ্যায়ের শ্রীল ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।